অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮।, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৬০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা প্রতি খণ্ড ।৶ ।বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ—২৬এ আশ্বিন—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইঃ ১১ই অক্টোবর ১৮৭৭ খৃঃঅব্দ } ৩৫সংখ্যা

[illegible] শিক্ষক।

আগামী [illegible] পৌষ [illegible] হইতে আমরা উক্ত নামে এক খানি [illegible] পত্রিকা বাহির করিব। ইহাতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, জীবনচরিত, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ভারতবর্ষস্থ প্রদেশীয় ভাষা সমূহ অর্থাৎ হিন্দি, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয় ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এদেশীয় যে সকল লোকে কোন বিদ্যালয়ে নিয়মিত রূপে শিক্ষা পান নাই তাঁহাদের এবং পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। পত্রিকার কলেবর ৮ পেজী ৮ ফর্ম্মা হইবে। ইহার মূল্য ডাক মাশুল সমেত পাঁচ টাকা ধার্য্য করা হইল। গ্রাহকগণ ১লা পৌষের পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির ব্যক্তির নামে আপনাদের নাম ও ঠিকানা সহ পত্র লিখিবেন। যদি গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠান তাহা হইলে আমরা উপকৃত হইব এবং আমরা যদি গ্রাহক সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন পত্রিকা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হই তবে তাঁহাদের প্রেরিত মূল্য ফেরৎ দিব।

শ্রীশ্যামলাল দত্ত
হেড মাষ্টার গবর্ণমেণ্ট স্কুল
দেওঘর
কর্ডলাইন।

ব্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধ।

জ্বর প্লীহা যকৃৎ অগ্নিমাশ মেলেরিয়া জ্বর পুরাতন জ্বর দৌকালিন জ্বর মেহ ঘটিত জ্বর কুষ্ঠব্যাধি রক্তপিত্ত বহুমূত্র সকল প্রকার বাত পারাঘটিত রোগ স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা প্রদর সকল রকমের পুরাতন সান্দঘা এবং পিশি পীড়া অম্বল শূল গৃধিনী রক্ত আমাশায় এই সকল রোগ উত্তম রূপ আরাম হইবেক।

শ্বেত কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ। ইহার দ্বারায় এক মাহার মধ্যে ব্যারাম নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক। যদ্যপি বেশী দিনের ব্যারাম হয় তাহা হইলে দুই মাহার মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

ইহার ২ আউন্স মলমের মূল্য ১ টাকা
এবং ২১ রোজ সেবনের ঔষধের মূল্য ১ টাকা

যাঁহার প্রয়োজন হইবে পটলডাঙ্গার হিন্দু কলেজের পূর্ব্ব বেনেটোলা লেনের মাধ্য শ্রীমতিলাল বসুর বাটীতে প্রাতে ১১ টা পর্য্যন্ত এবং পুরাতন চিনাবাজারের আরমানি গিরজার নিকট উক্ত বসুর ২৭ নং ছাতার দোকানে বেলা এগারোটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তদন্ত করিবা মাত্র পাইবেন উপরের লিখিত সমস্ত ঔষধের মূল্য ১ এক টাক মাত্র।

৯ মাহার মধ্যে ৬০০৭ সহস্র শূল রোগী উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল বসু।

৪০

সুলভ সুলভ। অতি সুলভ!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ,ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মূলে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

Required for the service of the District Roadcess Committee of Rungpore two qualified Sub-overseers. Salaries including all allowances Rupees 37-8 and 50 per. mensem. Apply furnishing copies of testimonials and stating qualifications.

James Robinson C. E.
Executive Engineer,
District Engineer,
Rungpore.

অর্শ রোগের
অব্যার্থ
মহৌষধ!!!

শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গ লেন
বহুবাজার
কলিকাতা।

নিম্ন লিখত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

১ Three years in Europe.2nd.Ed.মূল্য ১ মাশুল ৵০
২ ইউরোপে তিন বৎসর ॥০ /০
৩ বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১।০ ৶০
৪ মাধবী কঙ্কণ, " " (প্রকাশ হইয়াছে) ১ ৵০
৫ The Indian Pilgrim. (Poem) R.C.Dutta ॥০ /০
৬ The Peasantry of Bengal. ২ ৶০
৭ The Literature of Bengal ১ ৵০

অক্টবর শেষ।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল্য ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ৬ টকা ডাকমাশুল ॥০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট সংকণ্ঠ রত্নাভরণ, মদনপ নির্ঘণ্ট ও পর্য্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যাভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগ শারীর মন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয় সমস্তের নাম লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয় আকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই [illegible] প্রাপ্ত

শ্রীবিনদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপূর রোড
ফৌজদারী বালাখানা—কলিকাতা

জুলজিকেল গার্ডেন

অর্থাৎ প্রাণীবাটিকা উদ্যান।

বুধবার ও রবিবার ব্যতীত উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করিবার নিয়ম প্রতি দিন এক আনা। ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে।

বুধবারে কেবল মেম্বরগণই প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং রবিবারে আট আনা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

এইচ লী
অফিসিয়েটিং অনারারী সেক্রেটারী।

অর্শ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, ঔষধ একটী মাদুলী মাত্র কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়। অন্যান্য নিয়মের পৃথক নিয়ম পত্র পাওয়া হইবেন। এই ঔষধ ধারণ করিয়া অনেক লোককে আরোগ্য হইতে দেখিয়া, জনৈক উদাসীনের নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি, ব্যয় মূল্যেই আমি উক্ত ঔষধ প্রাদান করিয়া থাকি।

মূল্য............ ।/৫ ডাক মাশুল...... /০

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ মিত্র
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিস কলিকাতা।

রত্নগর্ভা!

(দৃশ্যকাব্য।)

আর্য্যাবর্ত্তের স্বাধীনতা বর্ণনা এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব প্রিয় যুবকগন এই পুস্তক খানি একবার পাঠ করিয়া লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। মূল্য ৮০ বার আনা।

এই পুস্তক কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে, মিত্র এণ্ড কোং ও চিনাবাজার পদ্ম চন্দ্র নাগের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচন্দ্রভূষণ বর্ম্ম মজুমদার। ৩

পাইকপাড়া নর্শরি।

বিচ গাছ বিচ

ইষ্টিমার ইণ্ডিয়ান্শ যোগে আমেরিকার গবজি ফুল এবং তুলার বিচ পৌঁছিয়াছে এবং নিম্ন লিখিত সুলভ দরে ১লা আগষ্ট হইতে বিক্রয় হইতে সুরু হইয়াছে। যাঁহারা এই মাসের মধ্যে মুল্য পাঠাইবেন তাঁহারাই ঐ দরে বিচ পাইবেন এবং পেকিং খরচা তাঁহাদের দায়িবে না।

৪০ রকমের সবজি মায় ৯ রকমের কপির বিচ, বিট, সালগম, গাজর, মুল, মটর, সিঁম, ছালাদ ছেলোর ইত্যাদি গত সন অপেক্ষা ১০ রকম বেসি। ফি পাকেট ৫ টাকা।

৩০ রকমের উৎকৃষ্ট ও মনোহর ফুলের বিচ, গত সন অপেক্ষা ৬ রকম বেসি। ফি পাকেট ৪ টাকা।

ফুল কপির বিচ শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে রোপণ জন্য। ফি তোলা ১ টাকা।

সি আইলেণ্ড অর্থাৎ লম্বা আঁসের তুলার বিচ ২||০ সের।

এইবার বিচের অতিশয় টান দেখা যাইতেছে। অভিপ্রায় করিতেছি আগামী মাস হইতে উহাদের মুল্য বৃদ্ধি করা যাইবে। যাঁহারা অগ্রিম বিচের মুল্য পাঠাইবেন তাঁহারা বিচের সহিত এরূপ এক খানি লিষ্টি পাইবেন যাহাতে উহাদের বাঙ্গলা ইংরাজি নাম থাকিবে ও কি প্রণালীতে কপি ইত্যাদি রোপণ হইবে তাহাও লেখা থাকিবে।

যাহাদের ফল ফুল লতা গোলাপ ইত্যাদি গাছের আবশ্যক হইবে আমার নিকট এক আনার টীকিট (ইষ্টাম্প) সমেত পত্র লিখিলে দরের তালিকা পাঠান যাইবে। প্রায় ৫০ রকমের আমের কলম এখানে পাওয়া যায়।

গ্রাহকগণকে নর্শরির এই সনের চাঁদা জন্য বারম্বার পত্র লেখা হইয়াছে। শীঘ্র চাঁদা না পাঠাইলে তাহাদের বিচ কি প্রকারে পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।

চাটুর্য্যে, ব্রাদার্শ এবং কোং

কমিসন এজেন্ট।

বিলাতি ধোয়া এবং কোরা, নুতন ধরণের পাড়, ধুতি ও সাটী, সরেশ এবং নিরেশ, চাটুর্য্যে ব্রাদার্স কোং কমিসনের দ্বারায় বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহারা এক বেল, কিম্বা এক বাক্স লইবেন তাঁহারা কমিসন দিয়া হাউসের খরিদ দরে পাইবেন।

৪১ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার
কলিকাতা।

আমার ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান তারক নাথ চট্টোপাধ্যায় চাকুরির জন্য এসেনশোল গিয়াছিল। তথা হইতে ৯। ১০ মাস অনুদ্দেশ হইয়াছে। বয়স ২৫। ২৬ বৎসর। দোহারা, উত্তম শ্যামবর্ণ। হাতের কেনোর উপর একটি কাটার দাগ আছে। কিছু গাওনা ও ইংরাজি বিদ্যা জানে। এ ব্যক্তিকে কেহ সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে তাঁহার নিকট চিরবাধিত হইব এবং পারিতোষিক পাওনার প্রার্থীকে ১৫ টাকা পারিতোষিক দিব। তারক নাথ ইহা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ যেন বাটী আইসে, কারণ তাহার মাতা নিতান্ত কাতর।

… ভাদ্র … সাল	শ্রীষষ্টিবর চট্টোপাধ্যায় সাং রায়গ্রাম, পোষ্টাপিশ নলডাঙ্গা জেলা যশোহর। (৬)

বাঙ্গলা পদ্য রামায়ণ।

গত বৈশাখ মাস হইতে মহর্ষী বাল্মীকি প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণ বিশুদ্ধ ও সরল বাঙ্গলা পদ্য অবিকল অনুবাদিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় ৫০ খানা সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ও ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ইহার অবশ্যজ্ঞাতব্য টিকা সংগ্রহ করা যাইতেছে। অগ্রিম বাৎসরিক মুল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ।৵০। প্রতি খণ্ডের মুল্য ।৵০। কলিকাতা, ঠনুঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রিট ৩৭ নং আলবার্ট যন্ত্রে প্রাপ্য।

(অনুবাদক) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
অবসর-সরোজিনী প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা

পত্তনি দিবার।

বিজ্ঞাপন।

ঢাকার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্তনি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপুর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়াও কারণ বশত স্থগিত রাখা হইয়া ছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (যত শীঘ্র হইতে পারে) পত্তনি দেওয়া স্থিরতরে এত দ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগণ আমাদিগের ঢাকাস্থিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যতর কার্য্যকারক শ্রীযুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকট নিয়ম জানিতে পারিবেন॥

৬ই, আশ্বিন ১২৮৪ সাল।	শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী শ্রীকিশোরি লাল রায় চৌধুরী শ্রীযশোদা লাল রায় চৌধুরী

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

স্পিসিয়াল ক্লাস গুডস্ রেটস অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণী মালের ভাড়া।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ার ও তৎপর হইতে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, যাহারা নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করিতে না পারিবেন তাহারা কম্পানির মালের ভাড়া সংক্রান্ত ২৮ হইতে ৩২ ধারা অনুসারে থলিয়া দ্বারা মাল প্রেরণ করা সম্বন্ধে যে বিশেষ মালের ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, সেই ভাড়ায় মাল প্রেরণ করিতে পারিবেন না যথাঃ—

১।—কোন থলিয়ায় দুই মোন পাঁচ সের ওজনের বেশী মাল থাকিতে পারিবে না।

২। কোন থলিয়ার সেলাই ক্রসের মত অর্থাৎ উলটা উলটি না হয়।

৩। প্রত্যেক মালের থলিয়ার গায়ে কাল অক্ষরে ইংরেজী ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে যে উহা কোন্ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তির নিকট মাল পৌঁছিয়া দিতে হইবে অন্ততঃ তাহার নামের আদি অক্ষর গুলি লিখিত হইবে, অথবা এরূপ কোন দাগ ও রাসনিক চিহ্ন থাকিবে যাহা স্পষ্ট নির্ণয় করা যাইতে পারে। উপরের লিখিত যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা হউক না কেন, মাল প্রেরক যে চিঠি পাঠাইবেন তাহাতে উল্লিখিত দাগ বা চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া যাহারা বিশেষ শ্রেণী মালের থলিয়া প্রেরণ করিবেন তাহাদিগের নিকট হইতে উহার পর যে উচ্চতর মাল পাঠাইবার ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে তাহাই গ্রহণ করা হইবে।

এই সকল প্রেরিত মালের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহার ভাড়াও উপরউক্ত নিয়মে প্রথম শ্রেণীর হারে গৃহীত না হইয়া উহার পর যে উচ্চতর হার নির্দ্ধারিত আছে সেই হারে গৃহীত হইবে।

কলিকাতা ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭	ব্রাডফোর্ড লেসলী এজেণ্ট Bradford Leslie Agent.

ডি—শে

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ, বালিয়াকান্দি—জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ডেঃ পোষ্টমাষ্টারদের বেতন কমিয়া ১০। ১২ টাকা হইতেছে ইহা সত্য কি না? পত্র প্রেরক শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে এটী প্রকৃত কথা। এই কার্য্য দ্বারা ডেঃ পোষ্টমাষ্টারদের প্রতি যে ঘোর অন্যায় করা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাস—স্থানাভাব।

শ্রীমাণিক চন্দ্র দে— ঐ

টি চি — ঐ

ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়— ঐ

শ্রী, দর্শক—দক্ষিণ সাবাজপুরে আর একটী বিপদ উপস্থিত। সর্প কর্ত্তৃক বিস্তর লোক হত হইতেছে। কিছু দিন হইল খোসনদী নিবাসী কোন স্ত্রী ও পুরুষ রাত্রে শয়ন করিয়া আছে ইতি মধ্যে একটি সর্প কর্ত্তৃক উভয়ই দষ্ট হয়। রাত্রি প্রভাত না হইতে উভয়েরই মৃত্যু হয়। তজুমদ্দি আউট পোষ্টের হেড কনষ্টাবলের অনুগ্রহে শব দুটী মহকুমায় প্রেরিত না হইয়া তাহা কর্ত্তৃক তদারক সমাপন অন্তে উহা মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়ের নিকট অর্পিত হয়।

শ্রীস্ফটিক চন্দ্র ঘোষাল—লিখিয়াছেন যে গোবরডাঙ্গার ম্যানেজার বাবু গিরিশ চন্দ্র বসু হাজিপুর স্কুলে একটি ক্লক দান করিয়াছেন এবং তজ্জন্য উক্ত গ্রামবাসীগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীরসিক লাল পোদ্দার—পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর গ্রামের কোন ব্রাহ্মণের দুটি কন্যা আছে। একটির বয়স ১১। ১২, আর একটীর বয়স ৫। ৬ বৎসর। বড় মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং কন্যাকর্ত্তা বরের নিকট হইতে কতক টাকা গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে কন্যাকর্ত্তা তাহার বড় মেয়েটিকে লইয়া পলায়ন করে এবং তাহাকে অন্য স্থানে বিবাহ দেওয়ার সংকল্প করে। ইহা শুনিয়া বর পক্ষীয় কতক গুলি লোক রাত্রিযোগে ব্রাহ্মণের বাটি উপস্থিত হইয়া তাহার ছোট মেয়েটিকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। পর দিন ব্রাহ্মণী থানায় এজাহার দেন এবং পুলিশের লোক মেয়েটির কোন সন্ধান করিতে পারে না। ইতি মধ্যে এক দিন প্রাতঃকালে দেখা যায় যে মেয়েটি নদীর তীরে বসিয়া কান্দিতেছে। পুলিসের লোক তাহাকে দেখিয়া তাহার মাতার কাছে লইয়া যায় এবং তাহার মাতা আপন সন্তান পাইয়া আনন্দে ডগমগ হয়। পুলিশ বরপক্ষীয় লোকদিগকে ৩৬৩ ধারা অনুসারে চালান দিয়াছেন।

শ্রীভঃ—আউদ ও রোহিল খণ্ডের এক জন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেনঃ—"ইনি নির্দ্দোষী নিঃসহায় কেরাণী বর্গের প্রতি অনেক সময় অত্যাচার করিয়া থাকেন। কিছু দিন হইল ইনি এক জন ক্লার্ককে চপটাঘাত করেন ও আর এক দিন অপর এক জনকে দুই তিন বার পদাঘাত করেন।" পত্র প্রেরক এই শ্বেতাঙ্গীর নাম প্রকাশ করেন নাই।

মাটীয়ারিস্থ কতক গুলি ভদ্র লোক—যখন আপনারা আপনাদের লিখিত বিষয় প্রমাণ করিতে ভীত, এমন কি, আপনাদের নাম আমাদের নিকট পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই, তখন আপনাদের প্রস্তাব কি রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যখন আপনারা গ্রামস্থ ভাবল্লোকে অত্যাচারিত হইতেছেন তখন কেন আপনারা সকলে একত্রিত হইয়া অত্যাচারী ব্যক্তিকে দমন না করেন। অত্যাচারী ব্যক্তি যত বলবানই হউন, যদি আপনারা সকলে একত্রিত হইতে পারেন তাহা হইলে কখনই তিনি আপনাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না।

শ্রীদশঘরা—দশঘরা স্কুলের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তথাকার বিশ্বাস বাবুরা উক্ত স্কুলের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় আর মনোযোগ প্রদান করেন না।

SCRAPS AND COMMENTS.

The *Pioneer* says that a Mr. Nisi Kanto Chatterjea, late a student at Leipsic University, has been appointed Professor of Sanskrit, Hindustani, and Bengali, at St. Petersburg. Babu Nishi Kanto we believe, is an inhabitant of Dacca. We admire his energy and pluck.

The Viceroy is said to have been much pleased with the young Maharaja of Maisur who is yearly becoming more manly and dignified in appearance, and is very self-possessed. Uuhappily, however, His Highness stammers in his speech,—so much so that it is painful sometimes to witness his endeavour to get out a word.

The Ameer had a garden specially planted for the pleasure of the Turkish Envoy; and ordered to be pitched for him therein the tent which Maharajah Sher Singh presented to the father of the present Ameer at Lahore.

Mayfair says:—"No secret is being made in German Government circles of the warm sympathies prevailing there for Russia. The Emperor William feels every defeat of the Russians very sorely, and Prince Reuss has not been disavowed by his Government on account of the energetic manner in which he acts on behalf of Russian interests in Constantinople. His reports upon Turkish atrocities are much relished in the fatherland. He and Mr. Lyard, I am L a told, have repeatedly clashed. It is positively stated that Mr. Layard is daily osing in influence."

The typical Prussian is thus described by the *Truth*:—

"He has only one fault," said Talleyrand of a friend: "he is in supportable" and this is the unanimous verdict of Europe upon the Prussian nation. They are socially detested by all Germans residing beyond the frontiers of Prussia, even more than by foreigners. Before their recent successful campaigns, they had a vague idea that the world did not take them at their own estimate, and they protested against this, by ever being on their watch and guard against fancied slights. Success has converted this mistrustful susceptibility into supercilious arrogance, and now, even in their mien and their gestures, they assume a condescending air of superiority over the rest of humanity, that is almost unbearable. They have many sterling virtues. They are true to their words, they are honest, and they are intelligent. But unfortunately they seem to be under the impression that they have the monopoly of every virtue and this illusion does not render them agreeable. To know one of them is to know all of them. They are all cast in the same mould, and, under similar circumstances, all do and say the same thing. They are, in fact, machines wound up to tick along through existence. From their youth upwards, they have been drilled into obedience to certain laws, political, social, and conventional, and these laws they find a pleasure in obeying to the letter. Military discipline is carried by them into civil life and into social relations. In the streets of Munich, or of Stuttgart, a Prussian can be as easily recognised as a Red Indian. Stiff, angular, and solemn, with his lips firmly closed, he stalks along, as though the world belonged to him. If he goes into a *cafe*, a chill seems to come over the entire room: if he talks, it is in set phrases; if he accousts a friend, he goes through a series of cut and dry motions, as though he were a sentinel, saluting. Dril has made Prussia a great nation, and dress has made the Prussians the most objectionable beings on the face of the globe. Heine said that a cursing Frenchman was a more pleasing sight to the gods than a praying Englishman. If the gods have anything human in their nature, they must prefer the worst of Frenchmen to the best of Prussians. The former are amiable even in their vices; the latter are disagreeable even in their virtues. I am not surprised that the Prussians are brave, and risk their lives on battle-fields. Death must be to them a happy release. It is absolutely i[illegible]sible that they can really enjoy ticking on, day afte[illegible] in the same monotonous manner. They are slaves to du[illegible]d therefore they do not cut their throats, but they [illegible] welcome the quiet of the grave with the same joy as [illegible]diers welcome being off duty. Then why do they not alter their ways? Probably for the same reason that the Ethiopian does not change his skin. I never come across one of them without thinking how the Athenians must have abominated the brave and eminently respectable Spartans. In some far distant-past, the northern and the southern Germans had, I suppose, the same national characteristics. They are now as far asunder as the Poles. Whether the Prussians will succeed in Prussianising Germany, or the Germans will succeed in Germanising Prussia, is a problem that has to be solved.

Strange articles are now and then sent through the Post Offices of Britain. A live snake was enclosed in a postal packet but somehow or other it escaped and was discovered in the Holyhead and Kinstown Marine Post Office and at the expiration of a fortnight, being still unclaimed, it was sent to the Dublin Zoological Gardens. A packet containing a live horned frog reached Liverpool from the United States, and was given up to the addressee who called for it. Another packet, also from America, reached the Dublin Post Office containing two live lizards, and was similarly given up to the addressee on personal application. Complaint was made that a letter addressed to a "Naturalist" had failed to reach its destination, but it was afterwards found in a cage on the premises of the addressee, where it had been placed by a monkey.

The Postal report of England contains a list of curious applications addressed to the Postmaster-General on a variety of subjects—the following amongst others:—

Sir,—I have just been hearing of 3 men that was drowned about 9 months ago. I hear there was one of the men went under the name of John—Could the manager of the office give any particulars about that man—what he was like, or if there was such a name, or if he had any friends. He just went amissing about that time. I here enclose a stamp and address to, &c.

To the Manager of the Dead Office, Post Office, London.

To the General Post Office, London—I right these fue lines to ask you if you would he so kind as to teel me if there his such a person living in "england." She was living at Birmingham last Rtimmias—this his misister and brother-in-law—they hant in Birmingham now—let this letter go to every general post office there is.

To the Edetior of the General Post Office, London,—Will you please oblige Susanah——and Walter—with the particulars of an aspeciai licence to get married—is it possible for you to forward one to us without either of us coming to you—if you inclose the charge and have it returned would we get one before next Monday week to get married at——If you will kindly send by return to the address inclosed the particulars we should feel greatly obliged.

United States.

My dear Sir,—Will you do me the kind favour, as you are the Postmaster and able to know, as I judge of. It is this give to me the full name and address of any "Mac——" that you know of in England, or in Scotland, or Ireland, or Wales or in India, or at or in any other country that you may know of, with their full names and correct address, so that I can write to them myself. If you have any list, or book or pamphlet with the names of parties who have died and left money, or land to their heirs at law, or by will legacy left to their heirs, as I want such information, &c.

To his most honoured Sir, the Postmaster
of London, England.

The *San Francisco Bulletin* cites from a German newspaper an article on the wealth of the richest men in which it was stated that the annual income of Senator Jones, of Nevada, from his silver mines, was estimated three years ago at 5,000,000 dols., which would be the interest at 5 per cent, on a capital of 100,000,000 dols; and that J. W. Mackey, once a penniless boy in Ireland, draws from his silver mines in Nevada an annual income of 13,750,000 dols., or the interest of 275,000,000 dols.

A very careful experiment—intended to test the speed of carrier-pigeons—was tried on Friday week. The bird, one of the homing pigeons known as "Belgian voyageours," was tossed through the window of a railway carriage as the express train with the Continental mails left the Admiralty pier at Dover. The train had been timed to travel at 60 miles an hour but the bird reached its home in Cannon Street twenty minutes before the train. As it could only have shortened the distance by six miles, it had travelled at a pace of 75 miles an hour. The bird, when released from the railway carriage, took nearly half a minute to discover its bearings, rising to an altitude of half a mile before it set off on its course,—behaving in fact exactly as it would, if it knew that by rising in the air it could *see* its home in London. [illegible] wind was westerly, and the bird carried an urgent communication from the French Police.

The *Times'* correspondent at Philadelphia states that several correspondents in American papers declare that Osman Pacha is an American, no other than R. Clay Crawford, who served as a Colonel in the American Civil War, next entered the Egyptian Army, and subsequently the Turkish service.

The latest news from the frontier, given in the *Civil and Military Gazette*, states that a combined attack by Afridis and Jowakies was lately made on a small town in British territory, on the Gundli Nallah. The place was captured, but retaken by a force of all arms from Kohat, with a loss of five men killed and wounded.

The *Times of India* publishes the following mysterious paragraph, which must have whetted the appetites of the scandalmongers of Bombay:—

"We hear that a well-known military station in the Bombay Presidency has been the scene of a domestic scandal, of which a good deal is likely to be heard in a very short time. The case is already freely talked of in military circles, and it is considered probable that it will be dealt with by a court-matrial. For obvious reasons we can say no more at present,"

Ruffler in *Vanity Fair* writers:—"Dr. Duff has publicly stated that the Queen's subscription of £500 to the Indian Famine Relief Fund is too small. His only title to make such an impertinent remark is apparently the fact of his being a Free Kirk minister and ex-Indian missionary. There ought to be limits, however, even to the impertinence of a Free Kirk minister. As to good taste we will, of course, not talk on a subject from which Dr. Duff seems to be congenitally free; but if Scotchmen aspire to be thought loyal, they will loudly express their disapproval of this man's ignorant arrogance in dictating to his Sovereign how she ought to distribute the large sum which she annualy devotes to charitable purposes."

The *Golos* writes as follows upon the state of popular feeling in Russia as regards the present aspect of the war:—

The present war must entail upon Russia grave political difficulties, while she can only hope for advantages from it after terrible sacrifices. It becomes, therefore, a matter of the first importance that public opinion should be diverted from all false issues, and guided into a right attitude as regards the course of events. Every mistaken judgment allowed to pass now, will assume still greater proportions as the military operations and political conditions of the war develop in future. In our opinion, t[illegible] only remark to be made on the military failures w[illegible] so rudely surprised the nation is this,—that there [illegible] no reason or necessity for suppressing the discussions [illegible] those failures have excited among the public. There [illegible] was a time when the Government were more in need [illegible] genuine declarations of the Russian Press, than the pr[illegible] and popular dissimulating could never be more ruinous [illegible] now.

Amidst all the uneasiness excited by failures, the mo[illegible] astonishing in proportion to the number of combatants and the absence of official news, the Russian people began eagerly to inquire into the causes of this want of success, or, rather, of its own disenchantment, at a moment when news was daily expected of the capture of Constantinople, or at least the occupation of Adrianople. This inquiry into the disappointment of hopes—for which the public itself was partly to blame, because those hopes had been so greatly exaggerated, in disregard of the opinion of competent advisers, who warned the nation against thinking war with Turkey a light undertaking—although exceedingly natural, is altogether out of place at the present moment, and can lead to nothing but harm. It may not be possible wholly to counteract this tendency in the public to fasten the blame on somebody, even where nobody is really in fault; but we desire at least to check it, as a tendency highly dangerous so long as the war is yet unfinished. In the first place nothing can be expected from it while the war is still going on. The actual course and object of military operations can be known to no one but the Commander-in-Chief, and the more difficult and intricate is the plan of the campaign, the less significance can be attached to any one movement until it is followed up by the next. Thus it is impossible to form a judgment on military operations before their conclusion; not to mention the unforeseen political and strategical occurrences which put out every plan, and can be appreciated only on the post. Not only the public, but even the staff, and the Commander-in-Chief himself, may sometimes be in ignorance of the persons really to blame for a faulty disposition and its resultant failure. A hasty judgment, whether official or public, runs the risk of doing great injustice, absolving the real culprit, and casting the responsibility upon those who do not deserve it. All that we need concern ourselves with at present is to keep up our strength and the spirit of our soldiers by all the means in our power, and to gain as much and as early intelligence as we can of the course of the war and its facts. History alone can judge rightly of the successes and failures of the campaign.

Vanity Fair learns from a reliable source that the Russian armies in Turkey have suffered and are suffering from sickness to an extent quite unparalleled. We are informed that, "in addition to those killed in action, the armies have already lost no less than 62,000 men by disease of various kinds, and they are dying like flies."

It is reported from Cabul, that although the Turkish Envoy has been most honorably received by the Amir, the latter has not yet signified his acceptance of the presents sent by the Sultan. The Amir is said to take every opportunity of questioning the Envoy on the events taking place in Bulgaria, and shows keen interest in the incidents of the great struggle.

In the Gwalior district, according to a correspondent of the *Pioneer*, the people are suffering terribly. They are streaming down the Agra and Bombay trunk road at the rate of thousands a day. "Cholera has broken out severely, and south of Seepee deaths are numerous, three and four corpses may be seen burning at once at almost every halting place—starvation and cholera combined. There are but few even moderately large towns on the road—Seepee, 70 miles from Gwalior; Goona, 130; Bioura, 190; Shagapore, 245. At Goona Rs. 3,000 were collected in charity, and at most of these towns private charity affords a meal to the most destitute; but crops are here also a failure, and relief is almost exhausted. Without some speedy and extensively organized relief, the misery must become extreme. The Agra and Bombay road is merely one of many tracks by which travellers are proceeding south.

An occasional correspondent from London writes to the *Statesman* under date Sept. 14:—

Niksick, which has held out against the Montenegrins for two years, has at last been taken. It would probably have been captured more than a week ago, [illegible] the gallant warriors of the Black Mountain would conduct their campaigns more in accordance with the idea of civilized nations. a number of them crept up t[illegible] the place in the early morning, and with their love [illegible] wanton destruction set fire to the standing crops. Suddenly through the obscurity of the smoke appeared [illegible] force, as they supposed, of the enemy, but which [illegible] reality was another plundering party of their friends and acquaintances. The two bodies attacked each other furiously, and, as the first thing t at a Montenegrin does, when he gets a man down, is to cut off his nose, this mutilation of the features prevented their recognizing their brothers and cousins. It was only wh[illegible] the Turks sallied out and attacked both parties, tha[illegible] the mistake was discovered, and by that time they ha[illegible] killed 1,300 of each other. However, Niksick has [illegible] last surrendered.

A Bombay native paper publishes a report t[illegible] the control of the administration of the B[illegible] State will shortly be retransferred from the Go[illegible]ment of India to the Government of B[illegible] Possibly, the wish is father to the thought.

The Viceroy has conferred the title o[illegible] Bahadur, as a personal distinction, upon [illegible] nath Rao, Prime Minister of the Maharaj[illegible] in recognition of his good and faithful se[illegible]

The Maharaja of Hill Tippera is t[illegible] with a Delhi banner. As he could [illegible] to receive it, the banner has been f[illegible] Commissioner of Dhaka, with ins[illegible]ceed to Agartala at the earliest [illegible] a darbar in the Palace, and pr[illegible] becoming state to the Maharaja;

number of periodicals at present published United Kingdom is, we see, 2,457. Of these, are Metropolitan, 960 English provincial, 168 h, 137 Irish, 52 Welsh, and 20 Manx and el Island, newspapers; while 800 are reviews, gazines, &c., including Proceedings of Societies.

The Military correspondent of the *Times* thus speaks of the arms used by the Turks and the Russians :—

There is one point to which a certain amount of importance must be attached, though it is easy and common to make too much of it—namely, the arms employed by the two combatants. In this respect the Turks have a decided advantage. Their Krupp guns are superior in material, in range, and in accuracy to those of the Russians, but a far more important question is, How do they use them ? So far as I have seen, the aim of the Turks has been bad, and that of the Russians fairly good, but much may yet be done on either side to improve the shooting. A course at Hythe would do wonders for both armies, and it is worth remembering that a great many of the men now being brought up to supply losses in the Russian ranks had hardly any practice at all with their weapons. The Berdan rifle, which is the only arm up to the average of European requirements, has been supplied to but a few of the Russian Infantry, whose usual weapon, the Krinka, is decidedly inferior to the Peabody-Martini supplied to the Turks from the United States. But on the whole, the better shooting of the Russians more than balances the difference in armanent. Any addition to tactical skill on either side would put the difference in actual shooting out of the question.

A new metal, to which it is proposed to give the name of *Davyum*, in honor of Sir Humphrey Davy, has, it is said, been discovered by Mr. Serguis Kern, of St. Petersburg. This new element was discovered in seperating the metals rhodium and iridium from some platinum ores, and was isolated in the form of a hard, silvery metal, slightly ductile, extremely infusible, and having a density of 9·385.

The suppresssion of Mehemet, Ali by Raouf Pacha, probably indicates that the "old," have at last truimphed over the "young" party in the Turkish counsels. Such a change is likely to be highly unpopular with the various foreign officers who hold commissions in the Turkish army, and whose influence over the conduct of operations will, in all likelihood, be sensiby diminished. This augurs, the Englishman but fears, badly for the success of the Turkish cause. It is, of course, possible that there may be good reasons, of which we know nothing, for the removal of Mehemet; but it was notorious that great jealousy existed between him and Saleiman Pacha, and, as as far as we can judge at this distance, he had been the most successful of all the Turkish Generals in Europe.

The *Pictorial Review* gives a description of a devil dance in India. The writer however does not mention in what part of India such a practice prevails :—

It is an extremely difficult thing for a European to witness a devil-dance. As a rule, he must go disguised, and he must be able to speak the language like a native, before he is likely to be admitted without suspicion into the charmed circle of fascinated devotees, each eager to press near the possessed priest to ask him questions about the future while the divine afflatus is in its full force upon him. Let me try to bring the whole scene vividly before the reader. Night, starry and beautiful, with a broad, low moon seen through the palms. A still, solemn night, with few sounds to mar the silence, save the deep, muffled boom of breakers bursting on the coast full eight miles distant. A lonely hut, a huge banyan-tree, grim and gloomy. All rounr spread interminable sands, the only vegetation on which is composed of lofty palmyran, and a few stuned thorn trees and wild figs. In the midst of this wilderness rises, spectre-like, that aged, enormous tree, the banyan, haunted by a most ruthless she-devil. Cholera is abroad in the land, and the natives know that it is she who has sent them the dreaded pestilence. The whole neighbourhood wakes to the determination that the maligant power must be propitiated in the most effectual manner. The appointed night arrives. Out of village and hamlet and hut pours the wild crowd of men and women and children. In vain the Brahmins tinkle their bells at the neighbouring temple; the people know what they want, and the deity which they must reverence as supreme just now. On flows the crowd to that gloomy island in the star-lit waste—that weird, hoary banyan. The circle is formed the fire is lit, the offerings are got ready—goats and fowls, and rice and pulse and sugar, and *ghee* and honey, and white chaplets of oleander blossoms and jasm'ne buds. The tom-toms are beaten more loudly and rapidly, the hum of rustic converse is stilled, and a deep hush of awe-struck expectancy colds the motley assemblage. The ricketty door of the hut is quickly dashed open, and the devil-dancer staggers out. Between the hut and the ebon shadow of the sacred banyan lies a strip of moon-lit stand; and as he passes this, the devotees can clearly see their priest. He is tall, haggared, pensive man, whith deep, sunken eyes, and matted hair. His forehead is smeared with ashes, and there are streaks of vermilion and saffron over his face. He wears a high conical cap, white, with a red tassel. A long white robe, or *angi*, shrouds him from neck to ankle. On it are worked in red silk representations of the goddess of small-pox, murder, and cholera. nd his ankles are massive silver bangles. In his hands also holds a staff or spear, and the same hand hold a bow which, when the strings are pulled or , emites a dull booming sound. In his left hand evil-priest carries his sacrificial knife shaped like a whith quaint devices engraved on its blade. The reels slowly into the centre of the crowd, and s himself. The assembled people show him gs they intend to present; but he appears wholly He croops an Indian lay in a low, dreamy drooped eyelids, and head sunken on his sways slowly to and fro, from side to side. ee his fingers twitch nervously. His head in a strange uncanny fashion. His sides er, and huge drops of perspiration exude he tom-toms are beaten faster, the pipes and e loudly. There is a sudden yelf, a stinging ear-piercing shriek, a hideous, abominable hellish laughter, and the devil-dancer with eyes protruding, mouth foaming, s quivering, and out-stretched arms s if they were crucified. Now, ever and anon, quick, sharp words are jerked out of the saliva choked mouth, "I am God ! I am the true God !" Then all around him, since he, and no idol, is regarded as the present deity, reeks the blood of sacrifice. The devotees crowd round to offer oblations and to solicit answers to their questions. Shrieks, vows, imprecations, prayers, and exclamations of thankful praise rise up, all blended together in one infernal hubbub. Above all rise the ghastly guttural laughter of the devil-dancer, and his stentorian howls, "I am God ! I am the only true God !" He cuts and hacks and hews himself, and not very unfrequently kills himself there and then. His answer to the queries put to him are generally incoheront. Sometimes he is sullenly silent, and sometimes he is most benign, and showers his divine favours of health and prosperity all round him. Hours pass by. Suddenly the dancer gives a great bound in the air; when he descends he is motionless. The fiendish look has vanished from his eyes. His demonical laughter is still. He speaks to this and to that neighbour quietly, and reasonably. He lays aside his garb, washes his face at the nearest rivulet, and walks soberly home, a modest, well-conducted man.

It is alleged that there has been robbery of 30,000 postage stamps in transit to India.

The Khedive of Egypt has sent over another son to London to give him the benefit of an English education. This is his fourth, Prince Ibrahim, a lad of 18, and he is to study at Woolwich.

The *Indivn Datly News* understands that Mr. Edgar, the Deputy Commissioner of Darjiling, accompanied by Mr. Macaulay, Junior Secretary to the Government of Bengal, proceeds about the middle of this month to Tumlong, the summer residence of the Sikkim Durbar, to present to the Maharajah of Sikkim a banner forwarded for his acceptance by the Government of India, in commemoration of the assumption by Her Majesty the Queen of the title of Empress of India on the 1st January last, as also a silver medal and a gold signet ring sent out from England by His Royal Highness the Prince of Wales for presentation to the Rajah.

The telephone has been utilized in a very interesting way by Mr. Arthur De Neve Foster in West Eliza mine, near St. Austell, Cornwall. A covered wire being carried down into the forty two fathom level, and fastened to the air-pipes, the connexions with the instrument were made, and conversation was carried on from the men below to the surface, and from the surface to the miners underground, even whispers being most distinctly heard.

The London correspondent of the *Indian Daily News* says :—

I hear that since the outbreak of the present war, the circulation of the *Daily Telegraph*, which warmly espouses the cause of the Turks, has gone up to 260,000, whilst that of the *Standard* has attained to 180,000 copies. The *Daily News* which is strongly pro-Russian in its tone, is at present selling only some 120,000 copies per day. Even this circulation, however, is vastly greater than that which the same journal had a few years ago.

The last *Home News* contains the following account of the second seige of Plevna :—

For the past week the entire interest of the war haa been concentrated upon Plevna, where the most important struggle of the whole campaign is still in progress. The long breathing-space left to Oshman Pasha while the Russians called up freinforcements, has given the Turkish General time to convert his position into an extemporary fortress, which can only be approached in due form by trenches, bombardment, breaching, and all the process of a regular seige. Turkish skill in throwing up entrenchments has long been remarkable, and Plevna is doubtless as strong as it can be made. Seven days' fire from heavily armed Russian batteries, and mounting guns of great calibre, made no substantial impression on the Turkish works; their men stood manfully to their guns, and at night all breaches made during the day were repaired. In this artillery duel it was difficult to say which side would slacken first. But with a transport service to defetive as that of the Russians is known to be, it was extremely improbable that sufficient *material* would be brought up to supply continuously the tremendous ordance employed, and whether ruined or intrer, the entrenchments, it was clear, must have been vigorously assulted before long.

Nevertheless, day followed day, and still the assault was postponed. The chief reason given was that the first fight at Plevna had proved a disaster, because the infantry were pushed forward befor the artillery fire had been got under. Therefore, in this second and supermely importaant affair the bombardment must be left to do its work first. Unimportant attacks, however, were delivered. The Roumanains, to whom had been entrusted the charge of the right, had made a reconnaissance in force, but were very severely handled. Skobeloff, again, a very forward soldier, had carried one of the heights which overlook Plevna, and the Russian guns were, therefor, in a position to enfilade the town. Certain efforts towards outflanking and turning Osman Pasha's right were also made, and the presence of Cossaks and other cavalry upon the line of communicatton with Sofia promised, in case of disaster, to interfere unpleasantly with his retreat. But these were minor operations, and it was obvious that the Turkish General was too securely seated in his stronghold to be merely driven from it by shot or shell.

At length on Tuesday, the Emperor's "name day," the attack was seriously undertaken. General Radionff stormed with the utmost determination the great central redoubt of Grivica, and carried it after a most sanguinary struggle. Grivica has unpleasant memories, as it was here that Schakoffsky principally failed, in the first Plevna fight, but its capture by no means renders the Turkish position untenable. It may be converted into a new and a nearer battery for the Russian guns, but the main line of Turkish entrencements still remains—a far more difficult nut to crack. Another success of even grater importance appears, however, to have been gained by Skobeloff the same day. It is reported that he has also carried, but not without tremendons losses, three redoubts which, in a measure, covered the Sofia road. As he moved up to the attack the Turkt sallied forth to meet him, and drove him back beaten. Again and again he essayed to make head, but his men were swept away by the terrible fire of the repeating rifles. Some accounts say that he was compelled to retire discomfited, but the Russian bulletin from Poredin, dated the 12th, asserts that he was finally successful, and that the three redoubts were in his hands. If this be really true, it by no means proves that Plevna has fallen, or will soon fall. There may be some fear for the communications with Sofie, but these redoubts were like that of Grivica, only advanced works, and if it cost so much to carry them, far worse remains behind. There are no indications that Osman Pasha is as yet severely pressed, no certainty that he will not continue to hold out for some time to come.

In any case, Osman Pasha has gained time; and every hour ought to bring succur nearer to him. "Ought" but that is all; for the sluggish inertness of his colleagues may yet ruin his chances. Both Mehemet Ali and Suleiman Pasha, who should be operating in hot haste for the relief of Plevna, still linger by the way. If this be jealousy, as it is hinted, they are both greater traitors than incompetent Abdul Kerim. Suleiman Pasha had at one time the game in his hands. Instead of wasting his efforts against the Shipka, he might have masked it, and crossed the Balkans elsewhere, either to the east or west. By his appearance at Loftcha any time before the 3rd, he might have raised its garrison to a strength sufficient to beat off Meritinsky and Skobel off, and thus postponed still further the attack on Plevna, His presence at Loftcha, moreover, would have secured Osman Pasha's communication with Sofia. Had he joined Mehemet Ali he would have made a forward movement posible at an earlier date. At the present moment nothing positive is known as his whereabouts. There are indication that he has moved away from in front of Radetsky, and it is rumoured that he has subdivided his forces, and passing the Balkans to right aud left, may yet be able to lend a hand to either side just when most urgently required.

The following is the telegraphic summary of the week :—

London, 4th October.

Reouf Pacha has been appointed Commander-in-Chief of the Turkish Army in the Balkans, and Suleiman Pacha Commander-in-Chief of the Army of the Danube. whilst Mehemed Pacha has been recalled.

London, 4th October.

A Turkish Official despatch states that a great battle was proceeding near Alexanddropol on the 2nd which was apparently in favor of the Turks.

The *Daily News* correspondents states that the Russian army under the Grand Duke Michael made a general attack on Ahmed Pach's forces and carried the entrenchments which are the key to his possession.

Further advance of the Russians who bivouacked on the conquered position was however checked.

The Russian loss was 1500 men.

Fighting recommenced on the following morning.

London, 5th October.

A Turkish official despatch states that Ahmed Mukhtar Pacha gained a complete victory on the 2nd instant. The Russians attacked along the whole line, and were defeated and compelled to fall back, the Turks pursuing them as far as the river Arpachai. The engagement lasted 13 hours; the Russian loss was 5,000; the Turkish loss is unknown.

Other accounts state that the result was indecisive, both sides maintaniing their positions till night-fall ended the battle.

The Czar has resolved to continue at the seat of war till it is ended.

The weather is fine in Bulgaria, but much sickness prevails among the Russians.

The last of the Russian Imperial Guard have passed Bucharest.

The Turkish guns are not replying to the Russian bombardment of Plevna.

A thick fog has stopped military operations in the Schipka Pass.

London, 5th October.

A Russian official despatch states that on the 2nd instant a general attack was made upon the entrenched positions of Ahmed Muktars left wing entrenchment at Great Yagni were captured but at little Yagni the Turks were too strongly entrenched to admit of assault. After repulsing a reinforcement of several Turkish battalions from Kars the Russians occupied and conqured positions. On the 3rd they repulsed large masses of the enemys troops, and on the 1th abandoned conquered positions from want of water. The Russians estimate their loss at 83 officers, and 3200 men and Turkish loss to have been enormous.

London, October 6.

According to unofficial Russian account the Turkish left wing, supported by the garrison [illegible]ars, on the afternoon of the 4th, vigorously atta[illegible] Russian right wing, but were defeated with great los[illegible]

Suleiman Pacha has arrived at Sl[illegible], and Reouf Pacha at Schipka.

The Russian head-quarters has been removed to Slstova from Gornistudeni, which is unhealthy.

London October 6.

The 6th Cabinet Council held yesterday considered grant on account of the Indian famine. Lord Salisbury replying to the residents of Plymouth said that their decision was hardly possible until the famine expenditure were known. Lord Hamilton stated, that the Indian Government were not in immediate want of funds and as the prospects are brightening he strongly urged the local financial responsibility and deprecated the costly schemes to prevent future famines. The *Times* deprecates the grants.

London, 7th Octobea.

The Czar winters at Bucharest. It is not expected that any general assault on Plevna will take place during the next three weeks. The whole Russian Imperial Guard will arrive by the 12th. Mobilization of another Russsian army corps is being proceeded with. A foraging sortie of the garrison of Plevna was repulsed, beyond which there is no news from the seat of war except of brushes with reconnoitring parties.

London, 8th October

Ahmed Mookhtar Pasha telegraphs, on the 8th, that the Russians have evacuated the positions paralled to ours, and falling back in the direction of the River Arpachai.

The Russian loss during the last three days was 15,000. the Turkish loos 2,500.

A Russian official despatch reports all quite in Bulgaria. Rainy and snowy weather prevailing, not withstanding which the Sappers continue the erection of siege works before Plevna.

The Servian diplomatic agent at Constantinople has renewed pacific assurances.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

অমৃত বাজার পত্রিকা ।

সন ১২৮৪ সাল ।২৬এ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ।

দুর্গোৎসব ।

"ভাবিলে ভাবুক জনার কত ভাব উঠে ।"

আমাদের পাঠকগণের অধিকাংশ এক বৎসর বিদেশে প্রবাস করিয়া জন্মভূমি দেখিতে যাইবেন। এখন তাঁহাদের মনে আনন্দের স্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ ভিন্ন অন্য কোন ভাবের স্থান হইবে না। কিন্তু দুর্গোৎসব সমাগত দেখিয়া পর পদ সেবী বাঙ্গালী যদি এক বার ভাবিতে বসেন তবে ভাবনা তরঙ্গে মগ্ন হইয়া পড়েন! এই আনন্দের সময় প্রবাসী গৃহগমনোন্মুখ পাঠকের মনে ভাবনার উদ্রেক করিয়া দেওয়া নিষ্ঠুরের কার্য্য। কিন্তু উদাসীন বাঙ্গালির হৃদয় এগার মাস গতিহীন তড়াগের জলের [illegible]ত থাকে। যদি এক মাস কাল তাহা কোন গতিকে একটু সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে তবে এই অবকাশে আপনাদের অবস্থা এক বার ভাবিলে ক্ষতি কি ?

প্রথমতঃ গৌরবশূন্য নিরাশ দেশ হিতৈষী ভাবিয়া দেখুন। সুরথ রাজার দেবী পূজার কথায় প্রয়োজন নাই। অধুনা প্রচলিত শারদীয়া পুজা ত্রেতা যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সময় নিরূপক পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খৃষ্টীয় শাকের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে গ্রীক, রোমক, পারসীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণ উত্থিত হইয়া জগতে পরাক্রম ও সভ্যতা বিস্তার করিয়া কালে লীন হইয়া গিয়াছে। হিন্দু জাতি গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণের বহু পূর্ব্বে উত্থিত হয়। পূর্ব্ব কথা ছাড়িয়া দিয়া ত্রেতা যুগ হইতে দুর্গোৎসব পূজা হিন্দু জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে শুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত বিদেশী বিধর্ম্মী রাজারা রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষে বহুবার ধর্ম্ম বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। এই জাতি প্রলয়, রাজ বিপ্লব ও ধর্ম্ম বিপ্লবের পরেও আগামী ২৮শে আশ্বিন হিন্দুর গৃহে ত্রেতা যুগের প্রতিষ্ঠিত দুর্গা প্রতিমার আরাধনা হইবে। নিরুৎসাহী দেশহিতৈষী, আপনি হতাস হইবেন না। হিন্দু সমাজ অট্টালিকা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে [illegible], মধ্যে মধ্যে তাহার শরীর হইতে দুই চারিখান [illegible]টক খসিয়া পড়িয়াছে [illegible] বটে, কিন্তু উহার ভিত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, কেহ উহার গভীরের ভিত্তির মূলে এখনও আঘাত করিতে পারে নাই। হিন্দু জাতির অস্থিচর্ম্ম সার শীর্ণ দেহের ধমনীতে এখনও শোণিত সঞ্চালিত হইতেছে, জীবনী শক্তি প্রবাহিত হইতেছে। [illegible] যে জাতি কালের আঘাত, বিদেশী বিধর্ম্মী রাজাদের কঠোর আঘাত সহ্য করিয়া এখনও দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান করিতেছে, সে জাতির রোগ অসাধ্য বলিয়া আপনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আপনি যত্নে তাহার বল বিধানের উপায় করুন, হতাশ হইবেন না।

দ্বিতীয়তঃ সভ্যতাভিমানী কৃতবিদ্য যুবা পুরুষ, এক বার ভাবিয়া দেখুন। আমরা অধিক দিনের কথা তুলিব না, পনর বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব উপলক্ষে লোকের মধ্যে যে আমোদ ছিল এখন তাহার দশাংশের একাংশ নাই। যে অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে [illegible] হইত এখন সে অঞ্চলে পঁচিশ খান গ্রামের মধ্যে [illegible] গ্রামে পূজা হয় কি না সন্দেহ। পুজার [illegible] যে গ্রামে পূজা নাই সে গ্রামে যাইয়া দেখ [illegible] পর্য্যন্ত নিরুৎসাহী। পৌত্তলিকতা বিদ্বেষী [illegible]ন বলিতে পারেন যে লোকে জ্ঞানী ও সভ্য হইয়া আমোদ সকল পরিত্যাগ ক[illegible] বাস্তবিক তাহা নহে। দুর্গোৎসবের সংখ্যা কমিয়া যাওয়া দেশের দুর্গতির একটী প্রধান পরিচয়। আমরা জ্ঞানী ও সভ্য হইয়া থাকিব, কিন্তু আমাদের গৃহে অন্ন নাই। প্রতি পাঁচ বৎসরে যে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, যে দেশের ক্ষুদ্র একটী সবডিবিসনে বৎসর ৬০ হাজার টাকার অধিক কোর্ট ফি বিক্রয় হয়, সে দেশের লোকে আবার দুর্গোৎসবের আমোদ করিবে? নদীয়া, ২৪ পরগণা, ও যশোরের গ্রাম সকল দেখ। সেখানকার প্রাচীন অট্টালিকা সকল ভূপতিত হইতেছে, প্রায় কোথাও নূতন একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে না। সন্ধ্যা কালে কোন ভদ্র লোকের গ্রামে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে কোন গৃহস্থ নিস্তব্ধে বসিয়া চাউলের দর ভাবিতেছে, কোন ব্যক্তি বা সাক্ষী পড়াইতেছে। বাঙ্গলার এখন এই কাজ। অন্ন চিন্তা এবং মকর্দ্দমা চিন্তা। তাঁহার আমোদ কোথা হইতে আসিবে? হে সভ্যতাভিমানী কৃতবিদ্য যুবা, তুমি যে চায়না কোট গায়ে দিয়া বুট জুতা পরিধান করিয়া ইংরাজি চলনে দ্রুত পদে বেড়াইতেছ, আমি জানি তুমি কি! আমি জানি তোমার শরীরে বল নাই, মনে তেজ নাই, পেটে অন্ন নাই। আমি জানি ২০ টাকা বেতনের একটী চাকরী খালি হইলে তুমি তাহার জন্য কত লালায়িত হও। আমি তোমার প্রভুর মেজাজ জানি এবং তোমার সেলামের পরিমাপ জানি।

ওলাউঠা ও জ্বর সম্বন্ধে ডাক্তার কাস্তগিরির মত।

ডাক্তার অন্নদা চরণ কাস্তগিরি এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং দীর্ঘ কাল অবধি চিকিৎসা বিষয়ে ব্যাপৃত আছেন। আবার সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গলায় যে যে স্থানে ভারি জ্বরের প্রাদুর্ভাব তিনি প্রায় সে সমুদয় স্থানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি মালদহ, হুগলি, বর্দ্ধমান, কলিকাতা, যশোহর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কাছাড় সর্ব্বত্র গমন করিয়াছেন। তিনি এই সমুদয় অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে গমন করিয়া কেবল চিকিৎসালয়ের নিয়জিত কার্য্য নির্ব্বাহ অথবা চিকিৎসা ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ বৈজ্ঞানিক অনুকর্ষণশীল। উপরিউক্ত স্থান সমুদয়ের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি স্থির হইতে পারেন না। এসমুদয় স্থান কেন অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে এবং এসমুদয় স্থানে কেন জ্বরের এত প্রাদুর্ভাব তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত হন এবং গবেষণা দ্বারা তিনি যে সিদ্ধান্ত করেন তাহা ১৮৭৭ খৃ অব্দের জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান আনাল্স অব মেডিকেল সায়েন্স নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই রূপ অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইয়া কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ বাহির করেন না, আর একটী নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে জ্বর ও ওলাউঠা এক মূল হইতে [illegible] উৎপন্ন হয়, এক বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবল ভিন্ন আকার ধারণ করে মাত্র।

ডাক্তার কাস্তগিরি অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সিক্ত ভূমিতে প্রখর রৌদ্রোত্তাপ পতিত হইলে এক রূপ বিষ উৎপত্তি হয়। ইহার নাম ম্যালেরিয়া, এবং ইহাতে জ্বর উৎপত্তি করে। প্রোফেশর টিণ্ডাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, জলাভিসিক্ত ক্ষেত্রের সংলগ্ন বায়ু রাশিতে এক রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বীজের উৎপত্তি হয়। ও উহা হইতে এই বীজ ক্রমে মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া বৃক্ষ জন্মে এবং যে পরিমাণে এই রূপ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় বায়ু সেই পরিমাণে উপরিউক্ত বীজ হইতে মুক্ত হয়। ডাক্তার কাস্তগিরি দেখিয়াছেন যে নিম্নোক্ত কারণে এই বিষের উৎপত্তি করে।

(১) জোয়ারের দ্বারা নদীর উপর জল উঠিয়া ভাটা সরিয়া গেলে যে সমুদয় স্থান ভিজে থাকে সেই সমুদয় স্থান হইতে এই বিষের উৎপত্তি হয় যথা। (২) নিম্ন যে বেলে জমিতে জল পতিত হইলে মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া যায় এরূপ স্থান হইতে এই রূপ বিষ উৎপত্তি হয়। অথবা যে সমুদয় স্থান হইতে উচ্চ পর্ব্বত মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রযুক্ত জল নিঃসরণ হয় না, যথা পেশোয়ার। (৩) উদ্ভিজ্জ পূর্ণ জলা ভূমি অথবা ধান্য রোপিত হইবার পূর্ব্বে কর্ষিত ধান্য ক্ষেত্র সকল এই বিষ উদ্গীর্ণ করে। আবর্জ্জন পরিপূর্ণ পুরাতন পুষ্করিণী হইতে এই বিষের উৎপত্তি হয়। জঙ্গল পরিপূর্ণ জলা ভূমি হইতে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে এই বিষের আবির্ভাব হয়। (৬) জল স্রোতের গতি অবরোধ করিলে এই সমুদয় জল বসিয়া ক্ষেত্র সিক্ত হয় এবং এই সিক্ত ভূমি হইতে এই বিষ উৎপত্তি হয়। (৭) নদী ভরাট হইয়া এই বিষের উৎপন্ন করে। (৮) কোন গতিকে নদীর মুখ অবরুদ্ধ হইলে নদী শুষ্ক হইয়া এই বিষের উৎপত্তি করে। এবং মৎস্য ধরার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন কারণে বাঁধ দিলে নদী হইতে এই বিষের উৎপত্তি হয়। (৯) নিম্ন গৃহের সিক্ত মেঝে হইতে এই বিষের উৎপত্তি হয়।

ডাক্তার কাস্তগিরি ম্যালেরিয়া বিষের এই কয়েকটী উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার বিস্তর উদাহরণ দেখাইয়াছেন। যে যে দেশে জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব সে সমুদয় স্থানের লোক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ডাক্তার কাস্তগিরি বাতুলের ন্যায় প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন কি না। ফল যাহারা ম্যালেরিয়া বিষের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহারাই ডাক্তার কাস্তগিরির মতের পোষকতা করিয়াছেন। রাজা দিগম্বরের এই মত, এবং বিখ্যাত ডাক্তার ওলডহাম এবং ডাক্তার ইনম্যান এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

অন্নদা বাবু ম্যালেরিয়া বিষের কেবল উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে যত্ন করিলে অনেকে এই বিষাক্ত বায়ু সেবন করিয়াও সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। তিনি দেখিয়াছেন যে সুস্থ শরীর প্রায় এই বিষ কর্ত্তৃক বিশেষ কোন অনিষ্ট সহ্য করে না। সচরাচর অনিয়ম দ্বারা অর্থাৎ অতিরিক্ত আহার কি উপবাস, কদর্য্য দ্রব্য আহার কি কদর্য্য পানীয় ব্যবহার, যথা নিয়মে শরীর আচ্ছাদনের ত্রুটি, রৌদ্র লাগান, রাত্রে হিম লাগান, নিষ্কর্ম্মে বসিয়া থাকা অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম, শরীরের উত্তেজিত অবস্থায় অবগাহন, মানসিক কষ্ট প্রভৃতি দ্বারা শারীরিক সুস্থাবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই বিষ কর্ত্তৃক পীড়ার উৎপত্তি হয়। এই পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও ইনি ক্ষান্ত হন নাই। কি রূপে এই বিষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ইনি তাহারও অনুসন্ধান করিয়াছেন।

(১। তিনি লিখিয়াছেন যে, যে স্থান জোয়ারের জল উঠিয়া ভূমি সিক্ত করে নদীতে বাঁধ দিয়া সে সমুদয় স্থানে যাহাতে জল না আইসে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। (২) যে সমুদয় বেলে ভূমিতে জল পতিত হইলে [illegible]য়া যায়, সে সমুদয় স্থানে যত উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হয় ততই সেখানে কম সূর্য্যাতপ পতিত হয় সুতরাং কম বিষের উৎপত্তি করে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যত জঙ্গল কম পরিস্কার হয় ততই মঙ্গল। তিনি দেখিয়াছেন যেখানে পুরাতন পুষ্করিণীর জঙ্গল পরিস্কৃত হইয়াছে সেখান হইতে এই বিষ নির্গত হইয়াছে। (৫) তাঁহার বিশ্বাস যে জলাসক্ত ক্ষেত্র হইতে যত জঙ্গল পরিস্কার করা যায় সে স্থান তত অস্বাস্থ্যকর হয়। এবং এই নিমিত্ত যে যে স্থানে মিউনিশিপ্যালিটী আছে সেখানে মিউনিশিপ্যালিটী কর্ত্তৃক এই রূপ জঙ্গল পরিস্কৃত হইয়া সে সমুদয় স্থান অন্যান্য জঙ্গলপূর্ণ স্থান অপেক্ষা অধিক অস্বাস্থ্যকর। (৬) জল নিঃসরণের পথ পরিস্কার করা। (৭) যে সমুদয় নদী ভরাট হইয়া গিয়াছে তাহার অনেক দূরে বাস করা। (৮) বাঁধ দ্বারা স্রোত রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। (৯) নীচু গৃ[illegible]স করাও অকর্ত্তব্য।

ডাক্তার কান্তগিরি জ্বরের কারণ এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়া শেষে জ্বরের সঙ্গে ওলাউঠার যে কি রূপ নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা উপরেই বলিয়াছি তাঁহার মতে জ্বর ও ওলাউঠা এক বিষের পৃথক ফল মাত্র অথবা এক পীড়ার ভিন্নাকার। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উভয় পীড়া সিক্ত ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় এবং যেখানে জ্বর হয় সেই খানেই ওলাউঠার প্রায় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অনেক স্থলে উভয় পীড়া একেবারে আরম্ভ হয়। জ্বর বৎসরের যে সময় প্রাদুর্ভাব হয় ওলাউঠাও প্রায় বৎসরের সেই২ সময় উৎপত্তি হয়। বৃহৎ মেলা অথবা বৃহৎ জনতায় প্রায় ওলাউঠার উৎপত্তি করে, কিন্তু যে বিষের দ্বারা জ্বর হয়, এই সমুদয় স্থানে অধিক লোকে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই রূপ বিষের উৎপত্তি করে এবং ইহারই ফল ওলাউঠা। ডাক্তার কান্তগিরি এই দুই পীড়ার অন্যান্য সাদৃশ্যতা দেখিয়া আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি পুরাতন হিন্দু শাস্ত্র দ্বারাও আপনার মতের পোষকতা করিয়াছেন। বৈদ্য শাস্ত্রে ওলাউঠাকে জ্বরাতিসার বলে। তিনি ইহা দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে পূর্ব্ব কালেও শাস্ত্রকারেরা জ্বর ও ওলাউঠা এক জাতীয় পীড়া বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

ডাক্তার অন্নদা চরণ কান্তগিরির শেষোক্ত মতের সঙ্গে বোধ হয় অনেকে ঐক্য হইবেন না। সে যাহা হউক তিনি উপরিউক্ত বিষয় সম্বন্ধে যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের ইচ্ছা যে ডাক্তার কান্তগিরি তাঁহার এই প্রস্তাবটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। তাহা হইলে তিনি কেবল একটি নূতন মত প্রচার করিবেন না, ইহা দ্বারা দেশেরও অনেক উপকার করিবেন।

১০। ১৫ দিন হইল মান্দ্রাজ হইতে তারে সম্বাদ আইসে যে, সেখানে কলিকাতা কি অন্য স্থান হইতে যত চাউলের আমদানি হইতেছে তাহা রাখিবার স্থান হইতেছে না এবং তাহার গৃহীতা পাওয়া যাইতেছে না। টেলিগ্রাম প্রেরক সম্বাদ দেন যে, বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্যত্র, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, চাউলের দর শীঘ্র মন্দা হইবার সম্ভব। টেলিগ্রামে যেরূপ সম্বাদ আইসে কাজেও তাহা হইয়াছে। আজ ৭। ৮ দিনের মধ্যে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র চাউলের বাজার কিছু না কিছু কমিয়াছে। কিন্তু যতই কমুক, লোকের এখনও বাঙ্গলার নিমিত্ত উদ্বিগ্নের লাঘব হয় নাই। বরিশাল বাঙ্গলার শস্যাগার। এখান হইতে এ প্রদেশের অধিকাংশ চাউলের আমদানি হয়, কিন্তু এবৎসর বরিশালে এক রূপ মন্বান্তর উপস্থিত। যশোহরের বাগহাট মহকুমায় বিস্তর চাউল জন্মে, সেখানেও স্থানে২ অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তথায় কোথায় কোথায় লোকের এরূপ কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে যে, যশোহরের [illegible] ব্যস্ত হইয়া সে সমুদয় স্থান নিজ চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করিয়াছেন।

বেহারের দুর্ভিক্ষের সময় লর্ড নর্থব্রুকের অবলম্বিত কার্য্য প্রণালীতে অনেক গুণ ছিল, তবে দুইটী বলবৎ দোষ ছিল। বেহারে প্রথম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তথাকার লোকের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমত্ত কেবল বাঙ্গলা হইতে যত চাউল পান তাহা বেহারে প্রেরণ করেন না, ব্রহ্ম দেশ হইতে জাহাজ পূর্ণ করিয়া লক্ষ২ মন চাউলের আমদানি করেন। আবার বেহারে চাউল আমদানি করিয়া উহা বাজারে উপস্থিত করেন না, গোলাজাত করিয়া রাখেন। পাছে গবর্ণমেণ্টের চাউল বাজারে উঠিলে মহাজনেরা চাউল আমদানি করিতে বিরত হয় এবং তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সংগৃহীত চাউলে লোকের প্রাণ রক্ষার পক্ষে প্রচুর না হয়, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট চাউল গোলাজাত করিয়া রাখেন। গবর্ণমেণ্ট যে যখন মহাজনেরা আর চাউল আমদানি করিতে না পারিবেন তখন গবর্ণমেণ্ট গোলা খুলিবেন। ইহাতে এই ক্ষতি হয় যে বাঙ্গলা ও ব্রহ্ম দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বেহারের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং ব্রহ্মদেশের অখাদ্য চাউলের বিনিময়ে বাঙ্গলার উৎকৃষ্ট চাউল দিয়া ব্রহ্ম দেশবাসীদের প্রাণ রক্ষা করিতে হয়। আবার যে বাণিজ্য ব্যাবসায়ের নিমিত্ত চাউল গোলাজাত করিয়া রাখেন, সে বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। গবর্ণমেণ্ট চাউলের আমদানি করাতে বণিকেরা সাহস করিয়া চাউলের আমদানি করে না, আবার যাহারা আমদানি করে তাহারা শকটাভাবে প্রয়োজনীয় স্থানে তাহা উপস্থিত করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের চাউল আমদানির নিমিত্ত সমুদয় শকট আবদ্ধ থাকে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট যে বণিকদিগের ভরসায় চাউল গোলাজাত করেন তাহারা চাউল আমদানি করেনা। অথচ গবর্ণমেণ্ট চাউলের গোলা খুলেন না, সুতরাং যে বেহারের নিমত্ত বাঙ্গলায় ও ব্রহ্মদেশে মন্বান্তর উপস্থিত করেন সে বেহারেরও কোন উপকার হয় না।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর কতক এই জাতীয় ভ্রমে পতিত হন। দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট হিসাব করেন যে বোম্বাইয়ে ১০ লক্ষ লোককে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে হইবে এবং ইহার নিমিত্ত সেই অনুসারে টাকা ব্যয় করার স্থির হয়। রিলিফ ওয়ার্ক খুলিলে দেখেন যে ১০ লক্ষের অধিক লোকের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহাদের সকলকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইহা দেখিয়া সশঙ্কিত হন। তাহাদের ভয় হয় পাছে তাহারা অন্ন কষ্টে প্রপীড়িতদিগের সাহায্য করিতে গিয়া লজ্জা পান। এই নিমিত্ত কঠোর নিয়মে সাহায্য করিবার নিয়ম করেন। এই নিয়মে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে যে ১০ লক্ষ লোককে সাহায্য করার উদ্যোগ করেন, তাহার ৫ লক্ষ লোককে সাহায্য করেন, আবার এই ৫ লক্ষ লোককে এত সামান্যরূপে সাহায্য করেন যে তাহাতে অনেকের প্রাণ রক্ষা হয় না। ইহার ফল এই হয় যে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যে টাকা তহবিলে রাখেন তাহা প্রায়ই মুজুত থাকে। যে ৫ লক্ষ লোকদিগের সাহায্য করেন তাহারাও কষ্ট পায় এবং অপর যে ৫ লক্ষ লোককে সাহায্য করিবেন আশা দেন তাহারা গবর্ণমেণ্টের আশ্বাসে থাকিয়া শেষ নিরুপায়ে পতিত হয়। বেহারেও ইহা হয়। যে লোকের সাহায্যার্থে তথায় চাউল আমদামি করেন, তাহারা কষ্টের সময় চাউল পায় না। যখন গবর্ণমেণ্ট চাউলের গোলা খুলেন তখন লোকের তত সাহায্যের আর প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের গোলায় লক্ষ২ মন চাউল নষ্ট হয়।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। যাহা বাহির হইয়াছে তাহা কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক। বেহারে যেরূপ আমাদের বিশেষ সম্বাদদাতা স্বচক্ষে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম দেখিয়া আসিয়া উহা প্রকাশ করেন এবং পুনা সার্ব্বজনিক সভা কর্ত্তৃক যেরূপ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ভ্রম প্রকাশিত হইয়াছে, এই রূপ কোন সূত্রে যত দিন মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম প্রকাশিত না হয়, তত দিন আমরা ইহার দোষ গুণের বিচার করিতে পারিব না, কিন্তু একটী বিষয় আমরা দেখিতেছি। বেহার দুর্ভিক্ষের সময় যেরূপ বেহারে চাউল নষ্ট হয় অথচ বাঙ্গলা দেশে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয়, এবারও প্রায় তাহাই হইবার উপক্রম হইয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট একটী কৌশল করিয়াছেন। সেবার এই নিমিত্ত কেবল বঙ্গদেশে মন্বান্তর উপস্থিত হয় না, সেই সঙ্গে২ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট দেউলে হন, এবার গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিটি মহাজনেরা হয় ত সহ্য করিবেন।

তারের সংবাদ।

৩রা অক্টবর। মুক্তার পাশা ১লা অক্টবরে নগীভাল নামক স্থানে ১০,০০০ রুসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন। ৫ ঘণ্টা যুদ্ধ হয় ও রুশদিগের ৪০০ লোক মরে।

ওসমান পাশা তারে সংবাদ দিয়াছেন যে রুশিয়েরা ক্রমাগত প্লেবেনার পূর্ব্বদিকে গোলা বর্ষণ করিতেছে।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে ককেশশের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ রূপ থামান হইয়াছে।

আহাম্মেদ মুক্তার পাশা এবং ওসমান পাশকে গাজী পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

কত্তেঞ্জী হইতে আগমনশীল ৬০০০ রুশীয় সৈন্য শত্রু পক্ষীয় অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা বারম্বার আক্রান্ত হইয়াও বাজার ডিক্ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং উক্ত স্থান উত্তম রূপ রক্ষিত আছে দেখিয়া প্রস্থান করে।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট সংবাদ দিয়াছেন যে ডাগেষ্টান নামক স্থানে অতিশয় বিস্তৃত বিদ্রোহ হইয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেওয়া গিয়াছে।

৪ঠা অক্টবর। রাউফ পাশাকে বলকানে যে তুরস্ক সৈন্য আছে তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবং সলিমান পাশাকে ডেনিউবের সৈন্যদিগের সৈন্যাধ্যক্ষেরপদ হইতে অবসৃত করা হইয়াছে।

তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সম্বাদ দিয়াছেন যে ২রা তারিখে আলেকজাণ্ড্রাপোলের নিকট একটি বড় সমর চলিতেছিল এবং তাহা তুরস্কদিগের পক্ষেই অনুকূল ছিল।

ডেলিনিউসের সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেলের সৈন্যেরা, আহম্মেদ মুক্তার পাশার সৈন্যগণকে আক্রমণ করে এবং কয়েকটি গুরুতর স্থান অধিকার করে। রুশীয়েরা ঐ সকল স্থানে রাত্রি যাপন করে কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এই যুদ্ধে রুশিয়ানদের ১৫০০ সৈন্য নষ্ট হয়, তাহার পর দিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

৫ই অক্টবর। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সম্বাদ দিয়াছেন যে ২রা তারিখে আহম্মদ পাশা রুশদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আরপচাই নদী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়াছেন। রুশিয়ানদের ৫০০০ লোক নষ্ট হইয়াছে। তুরস্কদের কত মরিয়াছে তাহার এখনও নির্ণয় হয় নাই।

অন্যান্য সূত্র হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে উক্ত যুদ্ধে কাহারও হারি জিত হয় নাই। উভয় পক্ষই স্ব স্ব স্থান রক্ষা করিয়াছিল এবং রাত্রি হইলে যুদ্ধ থামিয়া যায়।

রুশিয় সম্রাট যত দিন যুদ্ধ শেষ না হয় তত দিন যুদ্ধ স্থল ত্যাগ করিবেন না মনস্থ করিয়াছেন।

বলগেরিয়ায় এইক্ষণে ঝড় বৃষ্টি নাই কিন্তু রুশিয় সৈন্যেরা অনেকে পীড়িত হইতেছে।

রুশিয় [illegible] গার্ডদের শেষ দল বুচারেষ্ট পার হইয়া আসিয়াছে।

প্লেভনাতে রুশিয়ানেরা গোলা বর্ষণ করিতেছে এবং তুর্কেরা চুপ করিয়া আছে।

অতিশয় কোয়াসা হওয়াতে সিপকা পাসে যুদ্ধ কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে।

রুশিয় গবর্ণমেণ্ট সংবাদ দিয়াছেন যে আহম্মদ পাশার বাম পার্শ্বের সৈন্যেরা যাহারা গ্রেট ইয়াগ্নিতে তাহাদিগকে হারাইয়া দেয় তাহারা উক্ত স্থান অধিকার করে কিন্তু লিটল ইয়াগ্নিতে বেশী সৈন্য থাকাতে সে স্থান আক্রমণ করিতে পারে না। কারস হইতে অগ্রগামী তুরস্ক সৈন্যদিগকে হারাইয়া তাহারা অধিকৃত স্থানে থাকে। ৩রা তারিখে তাহারা শত্রুদিগের অনেক সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত করে এ[illegible] দিবসে জলাভাবে অধিকৃত স্থান পরিত্যাগ [illegible] বাধ্য হয়। রুশিয়ানেরা বলে যে তাহাদের ৮০ [illegible] আফিসর এবং ৩২০০ লোক মরিয়াছে। এবং [illegible] প্রভুত সৈন্য হত হইয়াছে।

৬ই অক্টবর—রুশিয়রা এই রূপ প্রকাশ করিতেছে যে ৪ঠা তারিখে তুর্কদের বাম পার্শ্বস্থ সৈন্যেরা কার্‌স দুর্গস্থ সৈন্যদের সাহায্যে রুশিয়দের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে কিন্তু অনেক লোক নষ্ট হইয়া তাহারা হটিয়া যায়।

সুলেমান পাশা মামলায় এবং রাউফ্‌ পাশা সিপকাপাসে উপস্থিত হইয়াছেন।

রুশ হেড কোয়াটার গরনিছটুড়েনি হইতে সিষ্টাভাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থান অস্বাস্থ্যকর।

৭ই অক্টবর। রুশ সম্রাট বুচারেষ্টে শীত কাল অতিবাহিত করিবেন। আগামী তিন সপ্তাহে প্লেবেনা আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ১২ তারিখ নাগাইত সমুদয় রুশীয় ইম্পিরিয়াল গার্ড আসিয়া উপস্থিত হইবে। রুশিয়ার আর এক দল সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে। প্লেবেনা দুর্গ হইতে ঘাস সংগ্রহ করিতে কতকগুলি সৈন্য বাহির হয়। রুশিয়ানেরা তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। ইহা ভিন্ন সমর স্থান হইতে আর কোন সম্বাদ আইসে নাই। এখানে সেখানে সামান্য সামান্য লড়াই হইতেছে।

৮ই অক্টবর। আহম্মদ পাশা তারে সম্বাদ দিয়াছেন যে রুশীয়রা আরপাঁচাই নদীর দিকে হটিয়া যাইতেছে। গত তিন দিবসের সমরে রুশীয়ানদের ১৫০০০ এবং তুরস্কদের ২১০০ সৈন্য নষ্ট হইয়াছে।

রুশ গবর্নমেণ্ট সম্বাদ দিয়াছেন যে বলগেরিয়াতে কোন গোল নাই। যদিও বরফ ও বৃষ্টি পড়িতেছে তথাপি প্লেবেনার পরিবেষ্টন কার্য্য চলিতেছে।

কনষ্টেণ্টিনোপলস্থিত শরভিয়ার রাজ কর্ম্মচারি বলিয়াছেন যে সরভিয়া সমরে লিপ্ত হইবে না।

রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকৃত এক জন বাহাদুর লোক। রাণাঘাটের মিউনিশিপাল কমিসনারদের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ হয় এবং কমিসনারেরা ইহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাহাদের পদ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু রমেশ বাবুর ইহার প্রতি দৃকপাত নাই। শান্তিপুরেও তাঁহার সঙ্গে বিস্তর লোকের এই রূপ বিবাদ, তাহাও তাহার গ্রাহ্য নাই। রাণাঘাটের মুক্তিয়ার ও আমলাদের সঙ্গেও তাহার বিবাদ, ইহাও তিনি গ্রাহ্য করেন না। পেজ সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমুদয় কথা লিখেন অপর কোন হাকিমের বিরুদ্ধে ইহা লিখিলে আর কিছু না হউক লজ্জায় তাহার অধোমুখ হইত, কিন্তু রমেশ বাবুর যেন ইহার পর মুখ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। সম্প্রতি রাণাঘাটের স্মল কজ কোর্টের জজের সঙ্গে তাহার আবার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। রমেশ বাবু স্মলকজ কোর্টের একটি কুঠুরিতে প্রস্রাব করিতেন। জজ ইহা নিষেধ করেন এবং পরে এই গৃহ চাবি বন্দ করেন। রমেশ বাবু ইহাতে পোলিশ সৈন্য লইয়া স্মল কজ কোর্টে উপস্থিত হন। ফলতঃ রাণাঘাট শান্তিপুর প্রভৃতি, অধিকাংশ ভদ্র লোক এক দিকে, আবার ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটও কিয়দংশ এই ভদ্র লোকদের দলে, এবং রমেশ বাবু একলা এক দিকে। তিনি এই রূপ একলা বাহাদুর হইয়া সমান বেগে নিজ কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে তাহার উপর অনেকের অশ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে, কিন্তু আবার তাহার এই বল বিক্রম দেখিয়া তাহার উপর কাহার কাহারও ভক্তি হইবারও সম্ভাবনা। অনেকে অনুমান করেন ইহার এই গুণে বকলাণ্ড সাহেব মোহিত হন। ফল তাহার এই বাহাদুরিতে যে অনেক গুণ আছে তাহা তাহার শত্রুরেরাও বোধ হয় অস্বীকার করেন না, তবে ঈশ্বর যে ভাবে গোক্ষুরা সাপের সৃষ্টি করেন, ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট সেই ভাবে মাজিষ্ট্রেট সৃষ্টি করেন। অপরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলে প্রেমোদয় হয়, গোক্ষুরাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলে প্রাণ নষ্ট হয়। বজ্র যেরূপ পতিত হইয়া দূষিত বায়ু পরিষ্কার করিতে গিয়া অনেক সময় অনেক সর্ব্বনাশ করে, রমেশ বাবুর বেগ এই রূপ অনেক সময় সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি এরূপ কোন উপায় করা যায় যাহা দ্বারা ইহার এই বেগ শাসনাধীন থাকে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা বিস্তর কাজ হয়, কিন্তু এ বেগ শাসন করা আইনের কাজ নহে, লোকের ভাল মন্দ কথার কাজ নহে। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহার দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণ ভাগ চান তাহা হইলে ইহাকে সাক্ষাৎভাবে কোন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ পুরুষের অধীনে রাখিয়া দিউন। ইহার মত বিক্রমশালী লোকের হস্তে মহকুমার ভার দেওয়া নির্ব্বিঘ্ন নহে।

যুদ্ধে আহত তুর্কদিগের সাহায্যের নিমিত্ত অনেক ইংরেজ সাহায্য করিতেছেন। তাহদোর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ডিউক অব সাদারলাণ্ড। ইহার উদ্যোগে আহত তুর্কদিগের সাহায্যার্থে ইউরোপীয় ও আশিয় তুর্কির যুদ্ধ স্থলে এ পর্য্যন্ত ২৬ জন ডাক্তার ও ড্রেসার প্রেরিত হইয়াছে। ডিউক এবং তাহার সহকারীদের উদ্যোগে, রষ্টচক, বার্ণা, সামলা, আড্রিয়ানোপোল, আরজরুম প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ইহারা শকট এবং তাহাদের পথ্যের নিমিত্ত রন্ধনশালা প্রস্তুত করিয়াছেন। কার্পিজি নামক এক জন সাহেব বিনা মাশুলে তাহার জাহাজে চিকিৎসা উপযোগী দ্রব্যাদি নির্দ্ধারিত স্থানে পৌছিয়া দিতেছেন। এই মহাপুরুষেরা প্রথম যুদ্ধের স্থলে দুই হাজার কম্বল, চারি হাজার জার্সি, এবং দুই হাজার ষ্টকিং প্রেরণ করেন। জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইহারা সংগ্রাম স্থলে ১৭৪৪ আউন্স কুইনাইন, ১৫০০ কুইনিটম এবং ৩০০ বাক্স কুইনাইনের বটিকা প্রেরণ করিয়াছেন। এক রূপ অপকৃষ্ট কুইনাইনের নাম কুইনিটম। ইহা দ্বারা কুইনাইনের অর্দ্ধ পরিমাণ কার্য্য করে। জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্য্যন্ত লণ্ডনে কুইনাইনের দর ৮ হইতে ১৮ শিলিং বৃদ্ধি হয়। কুইনাইন ভিন্ন তাহারা ১৮০০ বক্স মর্ফিয়াপিল, ৩১৬ মর্ফিয়া সলিউসন, ২৪০০ আউন্স ইপেকা এবং অন্যান্য অনেক ঔষধ প্রেরণ করিয়াছেন। কম্বলের সঙ্গে চিকিৎসা উপযোগী অন্যান্য বিস্তর বস্ত্র ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতিও প্রেরিত হইয়াছে।

ময়মানসিংহ হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরি চরণ রায় প্রণীত, পরিমিতি নামক এক খানি পুস্তক আমরা অনেক দিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য ৵০ আনা মাত্র। হরি চরণ বাবু এই পুস্তক খানি বর্ত্তমান মাইনার ও বাঙ্গলা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের প্রয়োজনানুসারে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সরল ভাষায় রচিত ও সঙ্কলিত করিয়াছেন। ইহা বালকদিগের অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, তন্নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদের মতে এই রূপ গ্রন্থই বালকদিগের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থ পাঠ্য করা উচিত।

আফ্রিডিস ও জোহাকিসের একত্রিত হইয়া সম্প্রতি ব্রিটিশ অধিকৃত একটী ক্ষুদ্র নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, কিন্তু ইংরাজেরা কোহাতে যত সৈন্য সামন্ত ছিল তাহা লইয়া ইহা আবার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এই সংগ্রামে পাঁচ জন হত ও আহত হইয়াছে। তুর্কির ও রুশিয়ার সংগ্রামের সময় ইংরাজদিগের এই বীরত্বের কথা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিবেন, কিন্তু ইংরাজেরা এই রূপ বীরত্ব করিয়া পৃথিবীর অনেক গুলি প্রধান ২ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

টুলম্যান এণ্ড কোম্পানি নামক বণিকেরা মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পশ্চিমে দুই কোটী লোক অনশনে ক্রমে মুমূর্ষাবস্থাপন্ন হইতেছে এবং অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে এই দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িতের সংখ্যা ক্রমে ৫ কোটী পর্য্যন্ত হইবে।

দুর্গোৎসব পূজা উপলক্ষে আগামী দুই সপ্তাহ কাল অমৃত বাজার পত্রিকা বন্ধ থাকিবে।

ACKNOWLEDGMENT.

Mufpsil Subscriptions.

	Rs.	As.	P.
Rajah Krishnendra Narayan Roy Bahadur, Rajshahye	30	0	0
„ Paresh Narayan Roy Bahadoor, Putia	10	0	0
Kumar Rajendra Narayan Roy, Joydebpur, Dacca	10	0	0
Secry. Public Library Chinsura	10	0	0
Secry. Dewnaraina Free Library, Gazipur	12	0	0
Munsi K. Rahmad, Balasore	5	0	0
„ Mahasan Ali, Gaibanga Rungpur	5	0	0
„ Darab Ulla Mia, Kaliagunge, Dinajaur	5	8	0
Moulaui Mahammad Ali Khan, Attia, Mymansing	10	0	0
P. N. Daivanaigam Esqr. Bellary	5	0	0
M. Abdool Hamid Khan Esqr., Mhow	5	0	0
Secry, Reating Room Chicacole	2	8	0
Secry. Modikhana Library Sholapur	5	0	0
Secry., Treplican Library Society Treplican	5	0	0
Danil Solomon Esqr. Poona	2	8	0
Babu Shambhu Nath Mukherji, Ula	12	0	0
„ Kali Prosonno Roy, Singa, Narail	12	0	0
„ Beni Madhab Chatterji, Nudia	2	0	0
„ Krishna Nath Benerji, Krishnagore	3	4	0
„ Ambika Charan Roy Chowdhuri, Jessore	24	0	0
„ Abhoy Chandra Dass, Dacca	10	0	0
„ Sarat Chandra Mukherji, Dacca	10	0	0
„ Issan Chandra Roy, Dinajpur	10	0	0
„ Khargeswar Basu, Deoghur	10	0	0
„ Girish Chandra Basu, Goverdanga	10	0	0
„ Hem Nath Roy Chowdhuri, Taki	6	8	0
„ Bipin Behari Sarkar, Sridhurpur, Burdwan	10	0	0
„ Kedar Nath Benerji, Beraset,	10	0	0
„ Chandra Kanta Basu, Gowhati	10	0	0
„ Nabin Chandra De, Patna	10	0	0
„ Hira Lal Mukherji, Purnia	10	0	0
„ Ananda Chandra Mukherji Puri	5	0	0
„ Mahendro Nath Ghosh, Allahabad	10	0	0
„ Karali Prosad Mukherji, Barrakur	10	0	0
„ Vyrab Chandra Maitra, Serpur, Bogra.	5	0	0
„ Keshab Chandra Mukherji Goverdanga	10	0	0
„ Krishna Chandra Mukherji, Rajshahye	5	0	0
„ Sashi Bhusan Basu, Burdwan	10	0	0
„ Sharup Chandra Guha, Barisal	10	0	0
„ Kashi Prosad Sukla, Natore	36	0	0
„ Kali Prosonno Sen, Jessore	10	0	0
„ Bibhu Bilāsh Maiti Nandipur, Tamluk	5	0	0
„ Guru Dass Dhar, Gaukar Mirzapur	8	8	0
„ Srikrishna Chowdhuri, Burdwan	10	0	0
„ Durga Das Mukherji, Darjeeling	5	2	6
„ Krishna Chandra Roy, Sahebgunge	5	0	0
„ Barada Nath Haldar, Lakhimpur, Goalpara,	2	0	0
„ Bama Charan Mukherji, Cawnpur	10	0	0
„ Madhab Chandra Roy, Ranchi,	10	0	0
„ Jadu Nath Bhattacharji Arkadia, Deradun	10	0	0
„ Biswambhur Ghosh, Lahor	5	8	0
„ Brojo Hari Das, Chittagong	5	0	0
„ Shatya Kinkar Sen, Burdwan	8	0	0
„ Ashu Tosh Goshowami, Medenipur	10	0	0
„ Ram Sundar Shau, Silli, Ranchi,	1	0	0
„ Deb Nath Biswas, Chakbehari, Nudia	5	0	0
Sita Kanta Chatterji Nagod, Sutna, E. I. R.	10	0	0
	10	0	0

সংবাদ।

—ধন্য ইউরোপীয় জাতি। এদিকে রুশিয় গবর্ণমেণ্ট তুমুল সংগ্রামে বিলিপ্ত হইয়াছেন ওদিকে রুশ পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ করিতেছেন। আবার ফ্রান্সে আপাতত যে গোলযোগ উপস্থিত তাহাতে কি হয় বলা যায় না, কিন্তু ফরাসি পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ লইয়া মহা ব্যস্ত রহিয়াছেন। তরণী যোগে পৃথিবী [illegible] করিবার নিমিত্ত সেখানে একটী উদ্যোগ হইতেছে। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে এই তরণী ভাসমান হইবে। এই জাহাজ মার্সেলিস হইতে জিব্রেলটারে যাইবে, সেখান হইতে ক্রমে মেডিরা, ব্রাজিল, প্লাটা, চিলি, পেরু, পানামা, সান ফ্রান্সিসকো, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজিলাণ্ড, সঙ্গেই, ইংকং, বাটেবিয়া, সিঙ্গাপুর, মালাকা, কলিকাতা, মান্দ্রাজ এডেন, সুয়েজ, আলেকজেণ্ড্রিয়া এবং নেপেলসে গমন করিবে। এ জাহাজে যাহারা গমন করিবেন তাহাদের প্রত্যেকের যিনি যেরূপ স্থানে অবস্থিতি করেন তদনুসারে ২৩০০০, ১৭০০০, অথবা ১৪০০০ ফ্রাঙ্ক দিতে হইবে।

--ডাক্তার ওয়াকার লিখিয়াছেন যে, জাটেরা তাহা[illegible] দিগকে ক্রমাগত অনাহারে রাখিয়া তাহাদের দুহিতাদিগকে নষ্ট করে। গবর্ণমেণ্ট এই সম্বাদটী [illegible] করিয়া হয় ত আইন করিবেন যে, যে পিতা মাতা [illegible] সন্তানের প্রতি এই পরিমাণে আহারীয় না দিবে রাজ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

—সুলতান মাহাম্মদ পাশাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে রাওফ পাশাকে নিযুক্ত করাতে ইংলিশম্যান কিছু ভীত হইয়াছেন। তুর্কিতে, দুইটী রাজ নৈতিক দল আছে। একটী যুবকদিগের অপরটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ বয়স্কদের। মহাম্মদ পাশা যুবক দলের এক জন এবং রাওফ পাশা অপর দলস্থ। মাহাম্মদ পাশা কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে এই রূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে যুবক দলের অ পাতত পুর্ব্বের ন্যায় আর আধিপত্য নাই। ইংলিশম্যান এই নিমিত্ত কিছু দুঃখিত হইয়াছেন। কারণ তুর্কেরা যুদ্ধে যে বল বিক্রম দেখাইয়াছে সে এই যুবক দলের আধিপত্য, সুতরাং ইহারা অপদস্থ হইলে হয়ত তুর্কির মধ্যে আবার বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বিশেষতঃ মাহামুদ পাশা এপর্য্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাহাকে প্রধনা সৈন্যাধ্যক্ষ পদ হইতে বিচ্যুত করা নিতন্ত অন্যায় হইয়াছে।

—সংবাদ পত্রে দেখা গেল একটী বিড়াল এক কুকুরের স্তন পান করিয়া দুই মাস কাল জীবিত ছিল। কুকুরটী উহাকে আপুন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিত। রমউলসের নেকড়িয়ার স্তন পান করিয়া জীবন ধারণের গল্পটী তবে বড় মিথ্যা নয়।

—সোলাপুরের প্রায় এক শত ব্যক্তির অধিক আপনাদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ খ্রীষ্টান করিবার একটী মরসুম।

—শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম রাজশাহী হইতে দুই জন যুবক বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ফ্রান্সে গমন করিতে যত্নশীল হইয়াছে। ইহারা যেরূপ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছে, ইহা যদি সফল হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। অতএব এই সদনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য করা উচিত।

—কায়রো নামক স্থানের একটি কাফ্র স্ত্রী ১০৬ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটীর অন্তিম সময়েও বুদ্ধি বৃত্তি ও স্মরণ শক্তির কিছু মাত্র বিকার হয় নাই। নেপোলিয়ান বোনাপার্টি যে সময়ে মিশর দেশে যুদ্ধ করিতে যান সেই সময়ে এই স্ত্রীলোক তাঁহার পরিচার্য্য করিয়াছিল।

—রুশিয়াতে একটী নুতন সম্প্রদায় হইয়াছে, স্ত্রীই উহাদিগের আরাধ্য দেবতা। স্ত্রী পরিবারের মধ্যে প্রধান ও কর্ত্রী হইবে। স্বামী সপ্তাহকাল যে কিছু দোষ করিবে স্ত্রীর নিকটে এক দিবস তাহা প্রকাশ করিয়া পাপ ক্ষালন করিবে। অধ্যাত্মরামায়ণকার যে "স্ত্রী দেবাঃ কামকিঙ্করঃ" লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ বাক্যটি অন্বর্থ করিবার নিমিত্তই কি ঐ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

—এক জন গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, রুশ সম্রাট যুদ্ধের নিমিত্ত প্রতি সপ্তাহে দুই কোটী টাকার অধিক ব্যয় করিতেছেন। এই ব্যক্তি গণনা করিয়া ...েন যে যদি আগামী বৎসরের অধিক সময় রুশ সম্রাটের এই যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যাপৃত থাকিতে হয় তাহা হইলে রুশ গবর্ণমেণ্টের আবার ইউরোপীয় কোন রাজ্য হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ ১৭ সপ্তাহের অধিক হইয়াছে, এবং যদি প্রতি সপ্তাহে দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহা হইলে যুদ্ধের নিমিত্ত এপর্য্যন্ত ৩৫০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে অথচ রুশিয়ায় এখন পর্য্যন্ত কোন উপকার প্রাপ্ত হয় নাই। এই যুদ্ধের নিমিত্ত রুশিয় গবর্ণমেণ্ট নিরত যে সৈন্য দল রাখিয়া থাকেন সমুদয় শীতকালে তাহায় দ্বিগুণ সৈন্য রাখিতে হইবে এবং অন্যান্য ব্যয়ের নিমিত্ত এখনও ৩০০০০০০০ ব্যয় পড়িবে এবং পূর্ব্বের ... পরের ব্যয় সংকলন করিলে যুদ্ধের নিমিত্ত ...৩০ হইতে ৭০ কোটী টাকা ব্যয় হইবার ...

...র্কির বর্ত্তমান সুলতানের প্রত্যাহিক আয় ২০ ... টাকা কিন্তু রাজ্য শাসনের নিমিত্ত তাঁহার যত পরিশ্রম করিতে হয় কোন রাজার এত পরিশ্রম করিতে হয় না। যে কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আইসে তাহারই সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে হয়। যখন তাহার সময় না থাকে তখন তাহার প্রধান আড জুটেণ্ট তাহার প্রতিনিধি হইয়া অভ্যাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। গাত্রোত্থান করিয়া স্নান করেন এবং তদ্‌পরে ঈশ্বরারাধনা করেন। ঈশ্বর আরাধনা শেষ হইলে সরবত পান করিয়া রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। তাহার তত্ত্বাবধানে সরকারী পত্র খোলা হয় এবং তাহার উত্তর পাঠান হয়, রাজ্যের ব্যয় নিজে দেখা শুনা করেন, মন্ত্রিদিগের সঙ্গে এবং ভিন দেশীয় দুত উপস্থিত হইলে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ ও আলাপ পরিচয় করেন। দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এই রূপ রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আবার ঈশ্বর আরাধনা করেন এবং ঈশ্বর আরাধনা অন্তে ভোজন করেন। অপরাহ্ণে অশ্ব পৃষ্ঠে কি শকটে বায়ু সেবনার্থে বহির্গত হন। তদ্‌পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়া নিজ গৃহ সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হন। সেখানে ভ্রাতা ভগ্নির সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহেন, অপর পারিবারিক কাজ কর্ম্ম দেখেন, এবং প্রধান২ খোজাদের সঙ্গে গোপনীয় বিষ লইয়া পরামর্শ করেন। তাহার প্রধান খোজার পদ প্রধান মন্ত্রীর নিম্নে। যুদ্ধ স্থান হইতে যে সমুদয় শুভ সম্বাদ আইসে ইনি তাহা অন্তঃপুরস্থ রাণীদিগের নিকট পাঠ করেন। অন্তঃপুরস্থ প্রধান২ রমণীরা এই খোজার রক্ষণাবেক্ষণে রক্ষিত। তদ্‌পর এক জন ধর্ম্ম যাজক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। সুলতান এই ধর্ম্ম যাজকের সঙ্গে কখনও ঈশ্বররাধনা এবং কখনও ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করেন। সপ্তাহে তিন দিন এক জন ফ্রারাসী বাদ্যকর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া পাইনো নামক যন্ত্র বাজায়। তিনি ইহার পর আবার রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত হন এবং দ্বিতীয় প্রহর রাত্রের কিছু পূর্ব্বে শয়নাগারে গমন করেন।

—রুশিয় যোদ্ধারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ব্রাণ্ডি মদ পান করে না। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল পীড়িতদিগের নিমিত্ত ব্রাণ্ডি ব্যবহার করে।

—ফ্রান্সিসকো নামক স্থানে বৎসর ৩০০০০০০ টাকার চর্ম্ম পাদুকা প্রস্তুত হয় এবং ইহাতে বৎসর ২৫০৭ লোকের অন্ন নির্ব্বাহ হয়।

—বর্ত্তমান সুলতান যে দিন রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবৎসর সেই দিনে তুর্কিতে একটি উৎসব হয় এবং পারস্যের সা এই উৎসবের সময় হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। তুর্কির যদি এই রূপ জয় বর বরি হয় তাহা হইলে কেবল পারস্যের সা তাহার রাজ সিংহাসনে অভিষেকের নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ করিবেন না, ইউরোপের প্রধান রাজারাও ইহার নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

—রোমে অল্প কিছু দিন হইল রোমান ক্যাথলিকদিগের যে মহোৎসব হয় তাহাতে ফ্রান্স হইতে ছয় হাজার, স্পেইন হইতে ৪০০০ হাজার, বেলজম হইতে ১০০০, জর্ম্মেনী হইতে ৮০০, অষ্ট্রিয়া হইতে ১০০০, আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড ষ্টেটস হইতে ৫০০, ক্যানেডা হইতে ১০০, বেলজম হইতে ২৫০, পর্টুগিজ হইতে ২০০, আয়ার্লাণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ৩০০, অর্থাৎ ইউরোপের ভিন্ন দেশ হইতে সর্ব্ব সমেত ১৭ হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়।

—লক্ষ্ণৌয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে সম্প্রতি একটী সভা আহুত হয়। তথাকার কমিশনার সভা পতির পদ গ্রহণ করেন।

—আগ্রাতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। ৬ই অক্টবর তারিখে সেখানে ২৩৩৭ জন মনুষ্য ও ৪৮৭ জন স্ত্রী ও বালক রিলিফ ওয়ার্কে নিযুক্ত হয়। ভারতবর্ষ এরূপ নির্ধন দেশ যে এখানে কোটি ২ লোক ৫ কি ১০ বৎসর অন্তর এক রূপ অনশনে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে রিলিফওয়ার্ক যখন আরম্ভ করা যায় তখনই এই রূপ লোক জুটিবার সম্ভব। তথাচ যখন রাজ পুরুষেরা এই টানাটানির সময় আগ্রাতে অন্ন কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন তখন সেখানেও যে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

—গবর্ণর জেনারেল আগামী মাসে ভারতবর্ষের অনেক স্বাধীন রাজাদের নিজ২ রাজ্যে গমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। গবর্ণর জেনারেল এই রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই উপলক্ষে এবৎসর যেন কেহ অধিক অর্থ ব্যয় না করে।

—লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ৭। ৮ নবেম্বর তারিখে দারজিলিং পরিত্যাগ করিয়া বেহারের নানা স্থান দর্শন করিবেন।

—কুষ্টিয়া হইতে প্রতি সোম, বুধ, এবং শুক্রবারে নর্থ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে পর্য্যন্ত সরকারি এক খানি জাহাজ চলিবে।

—পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে ওসমান পাশা এক জন প্রুশিয়, তাহার পর আবার প্রকাশ হয় যে তিনি আর কেহ নহেন ফ্রান্সের বেজিন, তুর্ক টুপি মাথায় দিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। আবার সম্প্রতি রাষ্ট্র হইয়াছে যে, তিনি এক জন আমেরিকা বাসী, তাঁহার অসল নাম কর্ণেল ক্লে ক্রফোর্ড। ইনি আমেরিকা যুদ্ধে কিছু দিন কাজ করেন, তাহার পরে মিশোর দেশের খেদাবের সৈন্য দলে ছিলেন।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে তুর্কিতে সে সমুদয় রুশিয় সৈন্য আছে তাহারা পীড়া দ্বারা এরূপ মরিতেছে যে তাহা দেখিয়া রুশ গবর্ণমেণ্ট চিন্তিত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নাকি কেবল পীড়াতে ৬২ হাজার সৈন্য তুর্কি রাজ্যে হত হইয়াছে।

—দিল্লি গেজেট বলেন মধ্য আফ্রিকায় এক প্রকার মাকড়সা আছে। উহার জালে কাগজ প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছে। মাকড়সাটী একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া ক্রমাগত উপর্য্যুপরি মুখের লাল বাহির করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং যতক্ষণ এক খানি কাগজের ন্যায় দ্রব্য প্রস্তুত না হয় সে পর্য্যন্ত উহা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়না। ইহাতে ৪০। ৫০ টী ডিম্ব প্রসব করে। তৎপরে সেই কাগজের ন্যায় পদার্থটী ক্রমে চিক্কণ করিয়া তুলে। এই রূপে ২১ দিবস পর্য্যন্ত ডিম্ব গুলিকে যত্নে রাখিয়া স্ত্রী মাকড়সা আহার অন্বেষণার্থে দিবাভাগে আপন আবাস হইতে বহির্গত হয় কিন্তু যত দিন তাহার শাবক গুলি বর্দ্ধিত হইয়া আপনারা আহারাদি অন্বেষণ করিতে না পারে তত দিন সে রাত্রে আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

—দিল্লি বাতুল আশ্রমে একটি অষ্টম বৎসরের বালিকা আছে। ইহাকে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যে ইহাকে জঙ্গলে প্রাপ্ত হয় সে প্রকাশ করে যে জঙ্গলে ইহাকে একটি ব্যাঘ্রে প্রতিপালন করে। সে বাতুল আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গৃহের কোণে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। মানুষ দেখিলেই ভয়ে সশঙ্কিত হয়। সে মনুষ্যের ন্যায় বাক্যালাপ করিতে পারে না, তাহার বাক্যস্ফুট হয় নাই, সে কুক্কুরের ক্রন্দনের ন্যায় শব্দ করে। ইহার কিছু মাত্র বুদ্ধি শক্তি আছে কি না তাহা জানিবার নিমিত্ত বাতুল আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনেক যত্ন করেন, কিন্তু সে কিছু মাত্র বুদ্ধির চিহ্ন প্রকাশ করে না। তাহার মুর্চ্ছা রোগ আছে। মাঝে মাঝে এই মুর্চ্ছা রোগ উপস্থিত হইয়া তাহাকে আরো জড় করিতেছে।

—কর্ণেল বারো লিখিয়াছেন যে, অযোধ্যায় পোলিস হইতে ক্রমে শিকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। বীরাগ্রগণ্য শিক যাহাদের অস্ত্রের সম্মুখে এক দিন ইংরাজেরাও কম্পিত কলেবর হন, তাহাদের দিন দিন এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে যে তাহারা এখন পোলিস সৈন্য দলেও যাইতে স্বীকৃত নয়! ইংরাজেরা আসিয়া দেশের বিস্তর উপকার করিলেন, কিন্তু উপকারের সঙ্গে২ কতক গুলি শ্রেষ্ঠ জাতির পতন হইল।

—যাহারা পাথুরে কয়লা গঙ্গার পুল পার করিয়া কলিকাতায় লইয়া না আসিবেন তাহাদের এক্ষণ আর পূর্ব্বের ন্যায় টোল লাগিবে না।

—কাসগারের বর্ত্তমান আমির বেগ কুলি বেগের সঙ্গে হাকিম খাঁ তোরার যুদ্ধ হয় ও হাকিম খাঁ তোরা জয়ী হইয়াছেন।

—গোয়ালিয়ারের মহারাজাকে গ্রাণ্ড ক্রস অব বাথ উপাধি প্রদানের নিমিত্ত লর্ড লিটন গোয়ালিয়ারে গমন করিবেন। গবর্ণর জেনারেল মাহারাজাকে সিমলায় লইয়া গিয়া এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত মহারাজা আপাতত দেশ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করা শ্রেয় বোধ করিতেছেন না।

—রুশিয় গবর্ণমেন্ট রুশ সৈন্যদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত যোদ্ধাদের মধ্যে যে সমুদয় গান বিতরণ করিতেছেন, তাহার মধ্যে এই পদগুলি আছে। বিশৃংখল তুর্কদিগকে ছেদন কর। কাহাকে যুদ্ধে বন্দী করিও না। তুর্কেরা খৃষ্টানদিগকে জীবিতাবস্থায় শরীর হইতে চর্ম্ম এবং উদর হইতে নাড়ি বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছে, সুতরাং তাহাদের প্রতি কোন রূপ দয়াই দেখাইও না।

—আফ্রিডিস কর্ত্তৃক মেজর ল্যান্স যে আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারেরা এই আহত বাহু ছেদন করা স্থির করিয়াছেন।

—মহারাজা হলকরের মন্ত্রী রঘুনাথ রাওকে গবর্ণমেণ্ট "দেওয়ান বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

—উপনগরবাসীদের কলিকাতা হইতে কলের জল ব্যবহার করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রত্যেক মশক জলের নিমিত্ত এক পয়সা ট্যাক্স দিতে হইবে। সাহেবেরা মশকের জল ব্যবহার করেন, কিন্তু হিন্দুরা কলসীতে করিয়া জল গ্রহণ করে, সুতরাং কলসী প্রতি কি ট্যাক্স লাগিবে তাহার কোন নিয়ম হওয়া কর্ত্তব্য।

—পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা রাজাকে দিল্লী দরবার উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট সম্মান স্বরূপ একটী পতাকা উপহার প্রদান করেন কিন্তু রাজা দিল্লি দরবারে উপস্থিত হইয়া এই উপহার গ্রহন করিতে অপারগ হন। গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত ঢাকার কমিশনারের উপর আদেশ দিয়াছেন যে তিনি যত শীঘ্র হয় আগরতলায় উপস্থিত হইয়া একটী দরবার আহুত করিবেন এবং রাজাকে এই দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া উক্ত পতাকা প্রদান করিবেন।

—দুর্ভিক্ষের সমুদয় ভার গবর্ণর জেনারেল নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেব তাঁহার অধীনে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধ মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন এবং বার্ণড সাহেবের হস্তে পবলিক ওয়ার্কের ভার অর্পিত হইল। দুর্ভিক্ষ ও পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। গবর্ণর জেনারেল এই নিমিত্ত বার্ণাড সাহেব ও বেলি সাহেবের হস্তে ভার অর্পণ করিলেন।

—দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত ঝাঞ্জিবরের সুলতান ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট খান কয়েক রণতরী চান, কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই।

—গবর্ণর জেনারেল নবেম্বরের প্রথমে সিমলা পরিত্যাগ করিবেন এবং কলিকাতায় ডিসেম্বরের প্রথমে আসিবেন।

—ব্রহ্ম দেশে সম্প্রতি ভয়ানক বন্যা হওয়াতে বিস্তর ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে প্রান্তবাসী পার্ব্বতীয় কয়েকটী জাতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিতেছে এবং আমির তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন।

—পূর্ব্বে যে রাষ্ট্র হয় যে লেফটেনেণ্ট ফর্বস সাহেব অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন তাহা মিথ্যা।

—তুর্কির দূত যখন কাবুলের আমিরকে উপহার প্রদান করেন তখন তিনি বলেন যে তিনি উপহার গ্রহণ করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি রুশদিগের বিপক্ষ কি ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন না।

—সেণ্টপিটারস বার্গে সারজিয়াল কার্ণ নামক এক জন পণ্ডিত একটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়াছেন। সারহাম্প্রি ডেবির সম্মানার্থে এই ধাতুর নাম ডেবিয়ম দেওয়া হইয়াছে।

—পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ১৮৭৬ অব্দে প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে সচরাচর পঞ্জাবে যত ক্ষেত্র কর্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা বিস্তর অধিক আবাদ হইয়াছিল কিন্তু গত আপ্রিল ও মে মাসে যথা সময়ে বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের বিস্তর অনিষ্ট হয় সুতরাং গত বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অল্প শস্যের উৎপন্ন হয়। তবে বোম্বাই মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত শস্যের বাজার চড়া থাকে এই নিমিত্ত কৃষকেরা তত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

—মধ্য ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা ক্রমে অতি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। গোদাবরীর উত্তরে অনেক স্থানের শস্য বৃষ্টি অভাবে নষ্ট হইতেছে। যদি সত্বর বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সম্বলপুরের শস্য নষ্ট হইয়া যাইবে, বালাঘাট নামক স্থানের রোয়া ধান্য নষ্ট হইতেছে, অনাবৃষ্টির নিমিত্ত বগুা নামক স্থানের ধান্য রোয়া অদ্যাপি সমাধা হয় নাই। সাগরে তীল, জোয়ারী এবং তুল প্রভৃতি ক্রমে মন্দাবস্থ পন্ন হইতেছে। মণ্ডলা ও ভামো নামক স্থানের ধান্য নষ্ট হইতেছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে সত্বর বৃষ্টি না হইলে শস্যের ক্ষতি হইবে।

—১৮৭৬ খৃ অব্দে বাগদাদে মরকে ৩ হাজার লোকের মৃত্যু হয় এবং বাগদাদ নগরের সংলগ্ন জেলা হইতে ২০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। গত বৎসর ভারতবর্ষে দৈব দুর্ব্বিপাকে ইহা অপেক্ষা শত গুণ লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত ও রোগেও আর না হইবেত ২০ গুণ লোক মরে।

—পূর্ব্বে যে রাষ্ট্র হয় আগ্রাতে লোকে অনশনে মরিতেছে সে মিথ্যা।

প্রেরিত

বালেশ্বর প্রকাশিত উৎকল দর্পণ

সম্পাদকের নামে লায়বেল মোকর্দ্দমা।

বালেশ্বর 'উৎকল দর্পণ" নামক এক খানি সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে সামাজিক, রাজ নৈতিকাদি বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ লেখা হইয়া থাকে। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য মহৎ। সমাজ সংস্করণ, দেশের অভাব মোচন, ও সাধারণের যাহাতে ক্ষতি হইতেছে এ প্রকার বিষয়ের সমালোচনই ইহার ব্রত। বিগত ২২ তারিখে জুলাই মাসের উৎকল দর্পণে "সুবর্ণ রৈখিক প্রদেশ" নামক একটী প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধে সুবর্ণ রেখা প্রবাহিত প্রদেশের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে সম্পাদক নানা কথা বলিতে২ এ প্রদেশের বালিয়াপাল সড়কের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। বালিয়া পাল সড়ক লম্বায় ৭।৮ ক্রোশ। ইহা উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সময়ে নির্ম্মাণ হইয়াছিল। প্রতি বৎসর মেরামত হয়, প্রতি বৎসর সুবর্ণ রেখা ইহার কিছু২ ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সড়ক পাকা করিয়া ভালরূপে মেরামত করিবার জন্য সরকার আঠার হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। বালেশ্বর সরভে বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ভরটানি সাহেবের হস্তে ইহার তত্ত্বাবধান অর্পিত হয়। সড়ক নির্ম্মাণের পর "ইহাতে আঠার হাজার টাকা খরচের কাজ হয় নাই" সাধারণের মুখ হইতে এই কথাই শুনা গেল, দর্পণের সম্পাদকের নিকট এই বিষয়ের কয়েক খানি প্রেরিত পত্র আসিয়াছিল। তিনি সম্পাদকীয় 'সুবর্ণ রৈখিক প্রদেশ" প্রস্তাবে সেই সড়ক উল্লেখ করিয়া সাধারণের মত সরল ভাবে লিখিয়া ছিলেন। "অমুক চরণ অদৃশ্য আকাশ হইতে সকুটুম্বে শকুনি প্রায় নামিলেন, সেই অষ্টাদশ হাজার টাকার শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেন ইত্যাদি" কথা লইয়া অত্রস্থ সাহেব মণ্ডলীতে তোলপাড় আরম্ভ হইল। বামাচরণ প্রামানিক নামক নদিয়া জেলা নিবাসী এক জন সব ইঞ্জিনিয়র ভরটানি সাহেবের অধীনে কার্য্য করিতেন। তিনি এই সড়কের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দর্পণে "চরণ" উল্লেখ থাকায় তাঁহার চরিত্র প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে ভাবিয়া দর্পণ সম্পাদককে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লিখেন। আর বলেন যে আগামী সপ্তাহে দর্পণে উক্ত বিষয় মিথ্যা ও ঈর্ষাভাবে লেখা হইয়াছে বলিয়া যেন লেখা হয়। যদি একথা লেখা না হয় তবে তিনি সম্পাদকের নামে লাইবেলের মকদ্দমা আনিবেন। সম্পাদক ইহা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন "বালিয়াপাল সড়কে অনেক অর্থ অপব্যয় হইয়াছে। ইহা সকলের বিশ্বাস, যদি আমরা ইহা প্রমাণ করিতে না পারি দণ্ড ভোগী হইব, মিথ্যা বলিয়া কখন লিখিতে পারিব না। অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের মত মান্যবান লোকেরা যখন স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য কারাবাসে যাইতে প্রস্তুত তখন, আমার মত সামান্য সম্পাদককে বাক্যে জিজ্ঞাসা করে।" বলা বাহুল্য যে এই বাক্য প্রয়োগ করায় দর্পণ সম্পাদকের রক্তে অমৃত বাজারের তেজ প্রবাহিত হইল। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অমৃত বাজারকে আদর্শ করিলেন—সম্মুখে রাখিলেন। সেই তেজ, সেই উত্তেজনা দ্বারা নাগরিক সকল উড়িয়ার হৃদয়সংক্রামিত হইল কেহ শুক্লাঙ্গদিগকে ভয় করিল না, অবিচারের প্রতিও লক্ষ্য রাখিল না। অভাবনীয় স্বর্গীয় একতার বল! কোথা হইতে আসিল, আবার এই অর্দ্ধ শিক্ষিত উড়িয়াদিগের মধ্যে এই মহৎ ভাবের উদয় দেখিয়া শরীর পুলকিত হইল। আর দর্পণের সম্পাদক নতশির হইলেন না, কোন উড়িয়াও তাঁহাকে নতশির হইতে দিল না। আপনার উদাহরন সকল উড়িয়াদিগের মুখে ঘোষিত হইল। বামাচরণ পরামানিক সম্পাদকের নামে নালিশ করিলেন। সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উড়িষ্যার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সম্বাদ স্রোত প্রবাহিত হইল। এমন কি, বালেশ্বরে পথে, হাটে, বাজারে, কৃষি ক্ষেত্রে, এই কথা উঠিল। সর্ব্বত্র সম্পাদকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পাইল।

বিদেশীয়েরা দেখিয়া অবাক হইলেন। উড়িয়ার জীবনী শক্তি আছে বলিয়া শত্রু পক্ষীয়েরাও প্রশংসা করিলেন। প্রতি তারিখে বিচারের দিনে বিচারালয় জন পূর্ণ হইল। বাদীর পক্ষ হইতে উকীল বাবু বিপিন বিহারী দত্ত ও প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে বারিষ্টার পি, এন মিত্র মেদনীপুর হইতে আসিলেন। প্রায় দেড় মাস এই মকর্দ্দমা চলিল। অত্রস্থ প্রায় সকল গোরা বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। প্রতিবাদী "সাধারণ মত ও সরল বিশ্বাস" প্রমাণ পক্ষে জমিদার, সরকারী কর্ম্মচারী, স্কুল মাষ্টার প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোককে সাক্ষী দেওয়াইলেন। হিসাব পত্রে ভুল দেখান হইয়াছিল। অপচয়েরও অনেক প্রমানদেখান হইয়াছিল। অবশেষে বিচার নিষ্পত্তি হইয়া সম্পাদকের ১০০ টাকা জরিমানা হইল। ইহাতে সম্পাদকও হটিলেন না, উড়িয়ারাও হটিল না। কটকে এই মোকদ্দমার আপিল হইতেছে। ফল যাহা হয় আপনাকে পরে জানাইব। সাক্ষিদিগের জোবানবন্দি উড়িয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আপনার কাছে পাঠাইলে কোন ফল হইবেনা ভাবিয়া কেবল ইংরাজি ছাপা রায় পাঠাইলাম।

৩০।৯।৭৭ বশম্বদ

বালেশ্বর। কস্যচিৎ উ[illegible]

হিন্দুদের দায়ভাগ।

আমাদিগের হিন্দু জাতির দায়ভাগ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত আছে যে, পুত্র জন্মিলে পিতা পৈত্রিক সম্পত্তি অযথারূপে দান বিক্রয় করিতে পারেন না। যদি করেন তবে প্রত্যবায়ী হইবেন। এই প্রত্যবায়ীর অর্থ অধর্ম্ম সঞ্চয় মাত্র। এই প্রতিকার অতি সূক্ষ্ম; কার্য্যতঃ এই ব্যবস্থায় পিতাকে পৈত্রিক সম্পত্তির উপর একটি অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে বা হইবে এ আশঙ্কা নিতান্ত অল্প কিন্তু পিতাকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে একটি গুরুতর স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখায় বাস্তবিক সমাজের এবং দেশের মহানানিষ্ট সংসাধিত হইতেছে বোধ হয়। অর্থাৎ দায়ভাগের এমত কোন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না, যে পিতা পৈত্রিক সম্পত্তি সম্বন্ধে বহু বিভাগ নিবারণের কোন সুনিয়ম অবধারণ করিলে তাহা পর পর পুরুষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে স্থিরতর থাকিতে পারে।

পিতার ৫ বা ১০ পুত্র জন্মিলে পৈত্রিক সম্পত্তির পরিমাণানুসারে সম্পত্তিতে একত্রিতাবস্থায় দশ জনের সামান্যতঃ সংসার সুশৃংখলায় নির্ব্বাহিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পৃথক অবস্থায় সম্পত্তির ক্ষুদ্রাংশের দ্বারা দশ জনে এবং তৎপর পর পুরুষের বংশোন্নতির সঙ্গে২ যে কষ্টের ও অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা সজ্জন সমাজকে অধিক চিন্তার দ্বারা বুঝাতে হইবে না। ইহা অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই রূপ পর পর বিভাগের দ্বারা সম্পত্তির কত দূর ক্ষুদ্রতা এবং বংশের বন্ধনি বিচ্ছেদ সাধিত হইতেছে, এবং এই বন্ধনি বিচ্ছেদের দ্বারা উচ্চ বংশের গৌরব ও সম্মান কত দূর লাঘব হইতেছে।

যেমন অসীম জল রাশির মধ্যে আহার্য্য বস্তু সকল বারি সেবিত থাকা সত্ত্বেও মৎস্য সকল ক্ষুদ্র প্রত্যাশায় বর্শিতে বিদ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর্য্য সন্তানগণও পূর্ব্বোক্ত বিভার্য্য সম্পত্তির ক্ষুদ্র প্রত্যাশায় আকৃষ্ট ও লোলুপ হইয়া ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধিতে, জ্ঞান ধর্ম্মে, বল বীর্য্যে, হীনতায় পরিণত হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ বিষয় অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তে কষ্ট পাইতে হইবে না। যে মহাত্মারা হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য উদ্যোগী ও উৎসাহী এবং ব্যাকুলিত, তাঁহারা যদি এই বহু বিভাগ নিবারণ রূপ সুদৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন না করিয়া অন্য বিধ যত্ন এবং চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা ও যত্ন আকাশ কুসুমবৎ বিফলীকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

যদি আজ কাল পাশ্চত্য সভ্যতার রীত্যনুসারে বহু পরিবার একত্রে বাস করা নব্য সম্প্রদায়ের স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইয়াছে হউক, কিন্তু উন্নত মানব প্রকৃতির নিয়মানুসারে সম্পত্তির বিভাগ না করিলেও বিশ্বাসু হয় অপ্রাকৃতি হইবে না।

কুণ্ডী গোপালপুর রংপুর ১৭৯৯।২৭এ ভাদ্র। } বশম্বদ শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রংপুর।

আজ কাল অত্রস্থ ফৌজদারি কলেক্টরি আদালতে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ও নাজির কয়েক অপরাধে সস্পেণ্ড হইয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলিতেছে। ফল পরে জানাইব। তৎপর উক্ত নাজিরের প্রতিনিধি যিনি ছিলেন তিনি তহবীল তছরূপ অপরাধে শ্রমসহ ৪ বৎসর ম্যায়াদ ও ২০০ টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অদ্য কয়েক দিবস হইল ফৌজদারী আফিশ হইতে "বিশ্বাস জনক" মন্তব্যে এক ...মনার সাহেবকে লেখা হয়। মাজি...ার বাবু রাম কুমার বসু ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মেঃ বেবনো সাহেবের বিবাদের কারণ ও তাহাতে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ঐ বিবাদ সম্বন্ধে রাম কুমার বাবু সবর্ডিনেট জজ আদালতে মানের ক্ষতি পূরণ জন্য বেবনো সাহেবের নামে যে নালিশ উপস্থিত করেন তাহাতে তিনি মাজিষ্ট্রেটের উক্ত চিঠির নকল দাখিল করেন। মাজিষ্ট্রেট ইহা জানিতে পারিয়া হেড ক্লার্কের কৈফিয়াত তলব করাতে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে উপদেশ দেন যে তিনি যাহাকে সন্দেহ করেন তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন। তিনি তদনুসারে মুক্তার রাম কুমার বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। মকদ্দমার ফলাফল পরে প্রকাশ করিব। পরিশেষে আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্বন্ধে ২।১ টি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাজিষ্ট্রেট মেঃ লিভজে সাহেব অতি অল্প দিন হইল এখানকার একটিং মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। ইহার আদালতের কাজ কর্ম্মে অভিজ্ঞতা অতি কম, সুতরাং সকল কার্য্যেই গোলমাল ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ উপর্য্যুপরি কয়েকটী ঘটনায় ইনি আফিসরদিগের উপর বড় সন্দেহ করেন। যাহা হউক ইহার অপক্ষপাতিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়।

দেশের দুরবস্থা।

মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের চাঁদার বড় ধুমধাম দেখা যাইতেছে। সকল লোকই সভা করিয়া চাঁদা তুলিতেছে। ইস্কুলের ছাত্রেরাও ইহাতে বিশেষ যত্ন প্রদান করিতেছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসন যে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ছিলেন তাহাতে ইহার মধ্যে ৩৮ হাজার টাকার অধিক উঠিয়াছে। পর দুঃখে দুঃখিত হওয়া অপেক্ষা মহৎ কার্য্য আর নাই। সকল লোকের কর্ত্তব্য যেযাহা পারেন তাহার এই সদাশয় কার্য্যে তাহা সাহায্য করেন। কিন্তু আমাদের দেশের যে দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে তাহার প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। দক্ষিণ সাবাজপুরে ও অন্যান্য২ গ্রামে যখন জল প্লাবন হইয়া মনুষ্য গো অশ্ব সকল নষ্ট হইল ও দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল আশ্চর্য্যের বিষয় কোন লোকই তাহাদের সাহায্য করিলেন না। আবার এক্ষণে বাঙ্গলার অনেক জেলাতে দুর্ভিক্ষের অঙ্কুর দেখা যাইতেছে। সারং জেলার যে রকম অবস্থা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় এখানেও দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। বৃষ্টি এখানে কিছুই হয় নাই বাললে অত্যুক্তি হয় না। আমি এখানে প্রত্যেক সপ্তাহে জলের রিপোর্ট করিয়া থাকি। জুলাই মাসে ৭ ইঞ্চি জল হয়। আগষ্ট মাসে দুই ইঞ্চির কিছু অধিক জল হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসে দুই ইঞ্চির কিছু কম জল হইয়াছে। ভাদই শস্য প্রায় কিছুই হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অল্প। ধান্য কিছুই হইবেক না। জলাভাবে রোপণ করিতে পারে নাই। খাদ্য সামগ্রী অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়াছে। আমি মান্দ্রাজে চাউলের দর যে রকম দেখিলাম তাহা অপেক্ষা এখানে অধিক নয়। টাকায় কাচি ১২ গণ্ডার হিসাবে ১২ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। আর২ খাদ্য দ্রব্য সকল অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়াছে। সমস্ত লোক হাহাকার করিতেছে ও তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়।

শ্রীশিব চন্দ্র বসু আলীগঞ্জ সারং।

বিজ্ঞাপন।
নূতন পুস্তক!!!
বৃত্র সংহার কাব্য।
দ্বিতীয় খণ্ড।
মুল্য ১ টাকা। ডাক মাসুল ৵০।
রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত।
টক্সিকোলজিক্যাল চার্ট।
ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রানি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।
প্রতি খণ্ড রং করা ও ডাল বাঁধা .... ২॥০
খালি কাপড় মোড়া কাগজ .... ১॥০
ডাক মাশুল ইত্যাদি ১
উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়।
উক্ত চার্ট খান সেই অভাব পূরণ করিবে। প্রতি আফিশে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।
ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত জিবন রক্ষক ১ম ভাগ মুল্য ৷৷০ ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মুল্য ।০ ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মুল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ও আমার নিকট পাওয়া যায়।
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রারি অথবা কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

এই পত্রিকা কলকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।